ষড়শীতিতম অধ্যায়

অর্জুনের সুভদ্রা হরণ ও তাঁর ভক্তবৃন্দকে শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদ প্রদান

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে কিভাবে অর্জুন সুভদ্রাকে হরণ করলেন এবং কিভাবে ভগবান কৃষ্ণ তাঁর ভক্ত বহুলাশ্ব ও শ্রুতদেবকে আশীর্বাদ করার জন্য মিথিলায় গমন করলেন।

রাজা পরীক্ষিৎ যখন তাঁর পিতামহী সুভদ্রাদেবীর বিবাহ সম্বন্ধে জানতে চাইলেন, শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"তীর্থ ভ্রমণ করার সময়, অর্জুন শুনতে পেলেন যে, শ্রীবলরাম তাঁর ভগিনী সুভদ্রাকে দুর্যোধনের সঙ্গে বিবাহ দিতে চাইছেন। সুভদ্রাকে হরণ করার জন্য এবং স্বয়ং তাকে বিবাহ করার জন্য অর্জুন এক সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে দ্বারকায় গমন করলেন। এই ছদ্মবেশ এতটাই ফলপ্রদ ছিল যে, না বলরাম, না অন্য কোন দ্বারকাবাসী কেউই তাঁকে চিনতে পারে নি। বরং তারা সকলেই একজন বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর প্রাপ্য শ্রদ্ধা তাঁকে প্রদর্শন করেছিল। এইভাবে বর্ষা ঋতুর চার মাস অতিবাহিত হল। একদিন অর্জুন শ্রীবলরামের বাড়িতে আহার করার জন্য নিমন্ত্রিত হলেন। সেখানে সুভদ্রাকে দর্শন করে তাকে পাবার আশায় তৎক্ষণাৎ বিহ্বল হয়ে উঠলেন। সুভদ্রাও অর্জুনকে পতিরূপে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করতেন আর তাই তিনি সলজ্জ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালেন। কিছুদিন পর সুভদ্রা একটি রথ উৎসবে অংশগ্রহণের জন্য প্রাসাদ ছেড়ে বের হলেন। এই সুযোগ গ্রহণ করে অর্জুন সুভদ্রাকে অপহরণ করলেন এবং তাঁকে নিবৃত্ত করতে আসা যাদবদের পরাজিত করলেন। প্রথমে এই কথা শুনে শ্রীবলরাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ তাঁকে শান্ত করলেন, তিনি আনন্দিত হলেন এবং বর বধূকে প্রচুর বিবাহ উপহার প্রেরণ করলেন।"

শ্রুতদেব নামক শ্রীকৃষ্ণের একজন ব্রাহ্মণ ভক্ত ছিলেন, যিনি মিথিলায় বাস করতেন। তিনি দৈবক্রমে কেবলমাত্র নিজের ও তার পরিবারের প্রয়োজনীয় ভোজ্যটুকু মাত্র উপার্জন করতেন। তবু, তিনি সকল সময়ে সন্তুষ্ট থাকতেন এবং তাঁর সকল সময়টুকু নিজের ধর্মীয় কর্তব্যসমূহে ব্যয় করতেন। মিথিলায় বাসকারী ভগবানের আরেকজন মহান ভক্ত ছিলেন রাজা বহুলাশ্ব। জনকবংশ জাত বহুলাশ্ব সমগ্র বিদেহ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন, তৎসত্ত্বেও শ্রুতদেবের মতো তিনি জড়

সম্পদের প্রতি আসক্তিশূন্য থাকতেন। এই দুই মহাত্মার ভক্তি ভাবে সন্তুষ্ট হয়ে তাদের দর্শন দানের জন্য, নারদমুনি ও আরও কয়েকজন জ্ঞানী ঋষিদেরকে সঙ্গে নিয়ে ভগবান কৃষ্ণ তাঁর রথে করে মিথিলায় গমন করলেন। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে মিথিলাবাসীরা ভগবান ও তাঁর ঋষি পার্ষদদেরকে অভিনন্দিত করলেন। কৃষ্ণের জন্য বিবিধ উপহারাদি আনয়ন. করে তাঁরা অবনত মস্তকে তাকে এবং ঋষিবর্গকে প্রণাম নিবেদন করলেন।

বহুলাশ্ব ও শ্রুতদেব উভয়েই এগিয়ে এসে তাঁদের গৃহে আগমন করার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে শ্রদ্ধার সঙ্গে আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁদের উভয়কে সন্তুষ্ট করার জন্য নিজেকে বিস্তার করে যুগপৎ একইসঙ্গে ভগবান তাঁদের গৃহে গমন করলেন। তাঁরা প্রত্যেকে উপযুক্তভাবে তাঁর পূজা করলেন, প্রার্থনা নিবেদন করলেন, তাঁর পাদ-প্রক্ষালন করলেন এবং অতঃপর সেই ধৌত জল দ্বারা নিজেদের ও তাঁদের পরিবারের সকল সদস্যদের সিক্ত করলেন। এরপর ভগবান কৃষ্ণ তাঁর সঙ্গী ঋষিদের স্তুতি করলেন এবং ব্রাহ্মণদের মহিমা কীর্তন করলেন। ভক্তি বিষয়ে তিনি তাঁর উভয় নিমন্ত্রণকর্তাদেরও উপদেশ প্রদান করলেন। সেই সকল উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করে শ্রুতদেব ও বহুলাশ্ব উভয়েই একান্ত চিত্তে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও ঋষিবর্গের পূজা করলেন। তারপর ভগবান কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে গেলেন।

শ্লোক ১

শ্রীরাজোবাচ

ব্রহ্মন্ বেদিতুমিচ্ছামঃ স্বসারং রামকৃষ্ণয়োঃ ।
যথোপযেমে বিজয়ো যা মমাসীৎ পিতামহী ॥ ১ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—মহারাজ (পরীক্ষিৎ) বললেন; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ (শুকদেব); **বেদিতুম্**—অবগত হওয়ার; **ইচ্ছামঃ**—আমরা ইচ্ছা করি; **স্বসারম্**—ভগিনী; **রাম-কৃষ্ণয়োঃ**—বলরাম ও কৃষ্ণের; **যথা**—কিভাবে; **উপযেমে**—বিবাহ করেছিলেন; **বিজয়ঃ**—অর্জুন; **যা**—যিনি; **মম**—আমার; **আসীৎ**—ছিলেন; **পিতামহী**—পিতামহী।

অনুবাদ

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—হে ব্রাহ্মণ, কিভাবে অর্জুন আমার পিতামহী, শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের ভগিনীকে বিবাহ করেছিলেন আমরা তা জানতে ইচ্ছা করি।

তাৎপর্য

পরীক্ষিৎ মহারাজ এখন ভগবান কৃষ্ণের বোন, সুভদ্রার বিবাহ বিষয়ে জানতে চাইছেন। শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতে পূর্ববর্তী বর্ণনার পর রাজা পরীক্ষিতের এই

প্রশ্নের কারণ হল, অর্জুনের সুভদ্রার পাণিগ্রহণ ভগবান কৃষ্ণের দ্বারা দেবকীর মৃত পুত্রদের পুনরুদ্ধারের মতোই কঠিন ছিল, কারণ শ্রীবলরাম স্বয়ং অর্জুনের সঙ্গে সুভদ্রার বিবাহের বিরোধী ছিলেন।

শ্লোক ২-৩

শ্রীশুক উবাচ

অর্জুনস্তীর্থযাত্রায়াং পর্যটন্নবনীং প্রভুঃ।
গতঃ প্রভাসমশৃণোন্মাতুলেয়ীং স আত্মনঃ ॥ ২ ॥
দুর্যোধনায় রামস্তাং দাস্যতীতি ন চাপরে।
তল্লিপ্সুঃ স যতির্ভূত্বা ত্রিদণ্ডী দ্বারকামগাৎ ॥ ৩ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **অর্জুনঃ**—অর্জুন; **তীর্থ**—তীর্থে; **যাত্রায়াম্**—যাত্রায়; **পর্যটন্**—ভ্রমণকালে; **অবীনম্**—পৃথিবী; **প্রভুঃ**—প্রভু; **গতঃ**—গমন করে; **প্রভাসম্**—প্রভাসে; **অশৃণোৎ**—শ্রবণ করলেন; **মাতুলেয়ীম্**—মাতুল কন্যা; **সঃ**—তিনি; **আত্মনঃ**—তার; **দুর্যোধনায়**—দুর্যোধনের কাছে; **রামঃ**—শ্রীবলরাম; **তাম্**—তাঁকে; **দাস্যতি**—প্রদান করতে ইচ্ছুক; **ইতি**—এইভাবে; **ন**—না; **চ**—এবং; **অপরে**—অন্য কেউ; **তৎ**—তাঁর; **লিপ্সুঃ**—প্রাপ্ত হতে আকাঙ্ক্ষী; **সঃ**—তিনি, অর্জুন; **যতিঃ**—একজন সন্ন্যাসী; **ভূত্বা**—হয়ে; **ত্রিদণ্ডী**—ত্রিদণ্ডি; **দ্বারকাম্**—দ্বারকায়; **অগাৎ**—গমন করলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—বিভিন্ন পবিত্র তীর্থে ভ্রমণ করতে করতে এক সময় অর্জুন প্রভাসে আগমন করলেন। সেখানে তিনি শুনতে পেলেন যে, তাঁর মাতুল কন্যা সুভদ্রার সঙ্গে শ্রীবলরাম, দুর্যোধনের বিবাহ দিতে ইচ্ছুক, কিন্তু অন্য কেউই এই পরিকল্পনায় সম্মত নন। অর্জুন স্বয়ং তাকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি এক ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ গ্রহণ করে দ্বারকায় গমন করলেন।

তাৎপর্য

সুভদ্রাকে তাঁর পত্নী রূপে প্রাপ্ত হওয়ার অর্জুনের পরিকল্পনাটিকে লৌকিকতাবর্জিত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তিনি কারো উৎসাহ দান ব্যতীত কর্ম করছিলেন না; প্রকৃতপক্ষে ভগবান কৃষ্ণ ছিলেন তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা। অধিকন্তু দ্বারকায় রাজ পরিবারের অধিকাংশ সদস্য, বিশেষত বসুদেব তাঁদের প্রিয় কন্যাকে দুর্যোধনের কাছে প্রদান করার বিষয়ে অসুখী ছিলেন।

শ্লোক ৪

তত্র বৈ বার্ষিকান্মাসানবাৎসীৎ স্বার্থসাধকঃ ।
পৌরৈঃ সভাজিতোঽভীক্ষ্ণং রামেণাজানতা চ সঃ ॥ ৪ ॥

তত্র—সেখানে; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **বার্ষিকান্**—বর্ষা ঋতুর; **মাসান্**—মাসসমূহের জন্য; **অবাৎসীৎ**—তিনি বাস করেছিলেন; **স্ব**—তাঁর নিজ; **অর্থ**—উদ্দেশ্য; **সাধকঃ**—সাধন করার চেষ্টায়; **পৌরৈঃ**—নগরবাসী দ্বারা; **সভাজিতঃ**—পূজিত হয়ে; **অভীক্ষ্ণম্**—নিরন্তর; **রামেণ**—শ্রীবলরাম দ্বারা; **অজানতা**—অজ্ঞাত; **চ**—এবং; **সঃ**—তিনি।

অনুবাদ

তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য বর্ষার মাসসমূহ তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। শ্রীবলরাম এবং অন্যান্য নগরবাসীরা তাঁকে চিনতে না পেরে, তাঁকে সকল আতিথেয়তা ও সম্মান নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৫

একদা গৃহমানীয় আতিথ্যেন নিমন্ত্র্য তম্ ।
শ্রদ্ধয়োপহৃতং ভৈক্ষ্যং বলেন বুভুজে কিল ॥ ৫ ॥

একদা—একবার; **গৃহম্**—তাঁর (বলরামের) গৃহে; **আনীয়**—আনয়ন করে; **আতিথ্যেন**—অতিথিরূপে; **নিমন্ত্র্য**—নিমন্ত্রণপূর্বক; **তম্**—তাঁকে (অর্জুন); **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধার সঙ্গে; **উপহৃতম্**—নিবেদিত; **ভৈক্ষ্যম্**—অন্ন; **বলেন**—শ্রীবলরাম দ্বারা; **বুভুজে**—তিনি ভক্ষণ করলেন; **কিল**—বস্তুত।

অনুবাদ

একদিন নিমন্ত্রিত অতিথি রূপে শ্রীবলরাম তাঁকে তাঁর গৃহে আনয়ন করলেন। শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে নিবেদিত অন্ন অর্জুন ভক্ষণ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের ব্যাখ্যা থেকে এটি বোঝা যায় যে, সন্ন্যাসী বেশী অর্জুন বর্ষা ঋতুর চার মাসের ব্রত শেষ করেছেন মাত্র এবং এখন পুনরায় গৃহস্থদের থেকে সাধারণ আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারবেন। তাই সেই সময়ে শ্রীবলরামের গৃহে গমন করার ক্ষেত্রে কারোর কোন অস্বাভাবিক উদ্দেশ্য সন্দেহ করার ছিল না।

শ্লোক ৬

সোঽপশ্যৎ তত্র মহতীং কন্যাং বীরমনোহরাম্ ।
প্রীত্যুৎফুল্লেক্ষণস্তস্যাং ভাবক্ষুব্ধং মনো দধে ॥ ৬ ॥

সঃ—তিনি; অপশ্যৎ—দর্শন করলেন; তত্র—সেখানে; মহত্তীম্—অপূর্বদর্শনা; কন্যাম্—কন্যা; বীর—বীরগণের; মনঃ-হরাম্—মনোহারিণী; প্রীতি—প্রীতি; উৎফুল্ল—প্রস্ফুটিত; ঈক্ষণঃ—তাঁর নয়নদ্বয়; তস্যাম্—তার প্রতি; ভাব—ভাবে; ক্ষুব্ধম্—বিক্ষিপ্ত; মনঃ—চিত্তে; দধে—তিনি স্থির করলেন।

অনুবাদ

সেখানে তিনি বীরদের মনোহারিণী অপূর্ব-দর্শনা কন্যা সুভদ্রাকে দর্শন করলেন। তাঁর চক্ষুদ্বয় আনন্দে বিস্ফারিত হল, তাঁর চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল এবং তিনি তাঁর চিন্তায় মগ্ন হলেন।

শ্লোক ৭

সাপি তং চকমে বীক্ষ্য নারীণাং হৃদয়ঙ্গমম্ ।
হসন্তী ব্রীড়িতাপাঙ্গী তন্ন্যাস্তহৃদয়েক্ষণা ॥ ৭ ॥

সা—তিনি; অপি—ও; তম্—তাকে; চকমে—অভিলাষ করলেন; বীক্ষ্য—দর্শন করে; নারীণাম্—নারীগণের; হৃদয়ম্-গমম্—হৃদয় হরণকারী; হসন্তী—হাস্যপূর্বক; ব্রীড়িতা—সলজ্জ; অপাঙ্গী—কটাক্ষ দৃষ্টিতে; তৎ—তাঁকে; ন্যস্ত—সমর্পণ করলেন; হৃদয়—তার হৃদয়; ঈক্ষণা—এবং চক্ষুদ্বয়।

অনুবাদ

অর্জুন ছিলেন রমণী মনোহর এবং তাঁকে দর্শনমাত্র সুভদ্রা তাঁকে পতিরূপে লাভ করতে চাইলেন। কটাক্ষ দৃষ্টিপাতে সলজ্জ হাস্যপূর্বক তিনি তার চক্ষু ও হৃদয় তাঁকে সমর্পণ করলেন।

তাৎপর্য

অর্জুনকে দর্শনমাত্র সুভদ্রা জানতে পেরেছিলেন যে, অর্জুন মোটেই সন্ন্যাসী নন বরং তাঁর ভাবী স্বামী। *লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* গ্রন্থে কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করছেন, "মহারাজ পরীক্ষিতের পিতামহ, অর্জুন স্বয়ং অসাধারণ সুন্দর ছিলেন এবং তাঁর দেহ সৌষ্ঠব সুভদ্রার কাছে খুব আকর্ষণীয় ছিল। সুভদ্রাও মনে মনে স্থির করেছিলেন যে তিনি কেবলমাত্র অর্জুনকেই তাঁর স্বামী রূপে গ্রহণ করবেন। অর্জুনকে দর্শন করে এক সরল মেয়ের মতো তিনি অত্যন্ত আনন্দে হাসছিলেন।"

শ্লোক ৮

তাং পরং সমনুধ্যায়ন্নন্তরং প্রেপ্সুরর্জুনঃ ।
ন লেভে শং ভ্রমাচ্চিত্তঃ কামেনাতিবলীয়সা ॥ ৮ ॥

তাম্—তাকে; **পরম্**—একমাত্র; **সমনুধ্যায়ন্**—চিন্তা করে; **অন্তরম্**—সঠিক সুযোগ; **প্রেপ্সু**—প্রাপ্ত হবার অপেক্ষা করে; **অর্জুনঃ**—অর্জুন; ন লেভে—প্রাপ্ত না হয়ে; **শম্**—শান্তি; **ভ্রমাৎ**—ভ্রম; **চিত্ত**—চিত্ত; **কামেন**—কাম বশত; **অতি-বলীয়সা**—অত্যন্ত প্রবল।

অনুবাদ

কেবলমাত্র তাকে চিন্তা করতে করতে এবং তাকে হরণ করার সুযোগের অপেক্ষা করতে করতে অর্জুন কোন শান্তি পাচ্ছিলেন না। প্রবল কামনায় তাঁর চিত্ত কম্পিত হচ্ছিল।

তাৎপর্য

এমনকি যখন শ্রীবলরামের দ্বারা সম্মানিত হচ্ছিলেন তখনও ভগবানের মহিমাময় আতিথ্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে অর্জুন অত্যন্ত বিক্ষিপ্তচিত্ত ছিলেন। অর্জুনের চিত্ত বিক্ষিপ্ততা এবং শ্রীবলরামের অর্জুনের ছদ্মবেশকে চিনতে না পারা, উভয়ই ছিল তাঁর চিন্ময় লীলাসমূহ উপভোগের জন্য ভগবানের এক আয়োজন।

শ্লোক ৯

মহত্যাং দেবযাত্রায়াং রথস্থাং দুর্গনির্গতাম্ ।
জহারানুমতঃ পিত্রোঃ কৃষ্ণস্য চ মহারথঃ ॥ ৯ ॥

মহত্যাম্—গুরুত্বপূর্ণ; **দেব**—ভগবানের; **যাত্রায়াম্**—এক উৎসবের সময়; **রথ**—রথে; **স্থাম্**—আরোহণপূর্বক; **দুর্গ**—দুর্গ থেকে; **নির্গতাম্**—বাইরে এলে; **জহার**—তিনি তাঁকে হরণ করলেন; **অনুমতঃ**—অনুমতিক্রমে; **পিত্রোঃ**—তার পিতামাতার; **কৃষ্ণস্য**—কৃষ্ণের; **চ**—এবং; **মহা-রথঃ**—বলশালী রথ যোদ্ধা।

অনুবাদ

একবার কোন দেব-উৎসব উপলক্ষ্যে সুভদ্রা দুর্গসম প্রাসাদ থেকে রথে আরোহণ করে বাইরে এলে মহারথী অর্জুন সেই সময়ে তাকে অপহরণ করার সুযোগ গ্রহণ করলেন। সুভদ্রার পিতা-মাতা এবং কৃষ্ণ তা অনুমোদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই উৎসবকে চার্তুমাস্য শেষে ভগবান বিষ্ণুর শয়ন থেকে উত্থান উপলক্ষ্যে বার্ষিক রথযাত্রা উৎসবরূপে বর্ণনা করেছেন। সুভদ্রার পিতা- মাতা বসুদেব ও দেবকী।

শ্লোক ১০

রথস্থো ধনুরাদায় শূরাংশ্চারুন্ধতো ভটান্ ।
বিদ্রাব্য ক্রোশতাং স্বানাং স্বভাগং মৃগরাড়িব ॥ ১০ ॥

রথ—তাঁর রথে; **স্থঃ**—দণ্ডায়মান হয়ে; **ধনুঃ**—তার ধনুক; **আদায়**—গ্রহণ পূর্বক; **শূরান্**—বীরগণ; **চ**—এবং; **অরুন্ধতঃ**—তাঁকে বাধা দিতে সচেষ্ট; **ভটান্**—এবং রক্ষীদের; **বিদ্রাব্য**—পরাভূত করে; **ক্রোশতাম্**—তারা যখন ক্রোধে চিৎকার করছিল; **স্বানাম্**—তার আত্মীয়বর্গ; **স্ব**—নিজ; **ভাগম্**—ন্যায্য অংশ; **মৃগ-রাট্**—পশুরাজ সিংহ; **ইব**—যেমন।

অনুবাদ

তাঁর রথে দণ্ডায়মান হয়ে অর্জুন তাঁর ধনুক গ্রহণ করে তাঁকে অবরোধে সচেষ্ট দুরন্ত যোদ্ধা ও প্রাসাদ রক্ষীদের পরাভূত করলেন। সুভদ্রার আত্মীয়বর্গ যখন ক্রোধে চিৎকার করছিলেন, তখন ঠিক যেভাবে সিংহ অন্যান্য পশুদের মধ্য থেকে তার শিকার গ্রহণ করে সেইভাবে তিনি সুভদ্রাকে হরণ করলেন।

শ্লোক ১১

তচ্ছ্রুত্বা ক্ষুভিতো রামঃ পর্বণীব মহার্ণবঃ ।
গৃহীতপাদঃ কৃষ্ণেন সুহৃদ্ভিশ্চানুসান্ত্বিতঃ ॥ ১১ ॥

তৎ—তা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **ক্ষুভিতঃ**—ক্ষুব্ধ; **রামঃ**—শ্রীবলরাম; **পর্বণি**—পূর্ণিমায়; **ইব**—যেন; **মহা-অর্ণবঃ**—মহাসাগর; **গৃহীত**—ধারণ করে; **পাদঃ**—তাঁর চরণদ্বয়; **কৃষ্ণেণ**—শ্রীকৃষ্ণ; **সুহৃদ্ভিঃ**—তাঁর পরিবারের সদস্যদের দ্বারা; **চ**—এবং; **অনুসান্ত্বিতঃ**—সযত্নে প্রশমিত।

অনুবাদ

সুভদ্রার অপহরণের কথা তিনি যখন শুনতে পেলেন, শ্রীবলরাম পূর্ণিমার ক্ষুব্ধ মহাসাগরের মতো ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন, কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর চরণ ধারণ করে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে একত্রে, বিষয়টি সবিস্তারে বর্ণনা করে তাঁকে শান্ত করলেন।

শ্লোক ১২

প্রাহিণোৎ পারিবর্হানি বরবধ্বোর্মুদা বলঃ ।
মহাধনোপস্করেভরথাশ্বনরযোষিতঃ ॥ ১২ ॥

প্রাহিণোৎ—তিনি প্রেরণ করলেন; **পারিবর্হাণি**—বিবাহের উপহার রূপে; **বর-বধ্বোঃ**—বর-বধূর জন্য; **মুদা**—আনন্দের সঙ্গে; **বলঃ**—শ্রীবলরাম; **মহা-ধন**—মহা মূল্যবান; **উপস্কর**—উপহারসমূহ; **ইভ**—হস্তী; **রথ**—রথ; **অশ্ব**—অশ্ব; **নর**—নর; **যোষিতঃ**—এবং নারী।

অনুবাদ

তারপর শ্রীবলরাম আনন্দের সঙ্গে বর-বধূকে হাতী, রথ, ঘোড়া ও দাস-দাসী সমন্বিত মহামূল্যবান বিবাহ উপহারসমূহ প্রেরণ করলেন।

শ্লোক ১৩

শ্রীশুক উবাচ

কৃষ্ণস্যাসীদ্ দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ শ্রুতদেব ইতি শ্রুতঃ ।
কৃষ্ণৈকভক্ত্যা পূর্ণার্থঃ শান্তঃ কবিরলম্পটঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব বললেন; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **আসীৎ**—ছিলেন; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণদের; **শ্রেষ্ঠঃ**—শ্রেষ্ঠ একজন; **শ্রুতদেবঃ**—শ্রুতদেব; **ইতি**—এইভাবে; **শ্রুতঃ**—খ্যাত; **কৃষ্ণ**—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; **এক**—একমাত্র; **ভক্ত্যা**—তাঁর ভক্তি দ্বারা; **পূর্ণ**—পূর্ণ; **অর্থঃ**—কামনার সকল উদ্দেশ্যে; **শান্তঃ**—শান্ত; **কবিঃ**—বিবেকী; **অলম্পটঃ**—ইন্দ্রিয় তৃপ্তির প্রতি আকাঙ্ক্ষিত নন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বলতে লাগলেন—শ্রুতদেব নামে খ্যাত এক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অচলা ভক্তি দ্বারা পূর্ণ সন্তুষ্ট তিনি ছিলেন শান্ত, জ্ঞানী এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তিতে অনাসক্ত।

শ্লোক ১৪

স উবাস বিদেহেষু মিথিলায়াং গৃহাশ্রমী ।
অনীহয়াগতাহার্যনির্বর্তিতনিজক্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

সঃ—তিনি; **উবাস**—বাস করতেন; **বিদেহেষু**—বিদেহ রাজ্যে; **মিথিলায়াম্**—মিথিলা নগরীতে; **গৃহ-আশ্রমী**—গৃহস্থ; **অনীহয়া**—অনায়াসে; **আগত**—প্রাপ্ত; **আহার্য**—খাদ্য বস্তু দ্বারা; **নির্বর্তিত**—নির্বাহ করতেন; **নিজ**—তার; **ক্রিয়ঃ**—জীবিকা।

অনুবাদ

তিনি বিদেহ রাজ্যের মিথিলা নগরীতে ধার্মিক গৃহস্থরূপে বাস করে অনায়াসলব্ধ খাদ্য দ্বারা নিজের জীবিকা নির্বাহ করতেন।

শ্লোক ১৫

যাত্রামাত্রং ত্বহরহর্দৈবাদুপনমত্যুত ।
নাধিকং তাবতা তুষ্টঃ ক্রিয়াঃ চক্রে যথোচিতাঃ ॥ ১৫ ॥

যাত্রা-মাত্রম্—শরীরযাত্রা নির্বাহের উপযোগী; **তু**—এবং; **অহঃ অহঃ**—দিনের পর দিন; **দৈবাৎ**—তাঁর ভাগ্যবশত; **উপনমতি**—তাঁর কাছে আগমন করত; **উত**—বস্তুত; **ন অধিকম্**—অনধিক; **তাবতা**—সেইটুকু দ্বারা; **তুষ্টঃ**—সন্তুষ্ট; **ক্রিয়াঃ**—কর্তব্যসমূহ; **চক্রে**—তিনি পালন করতেন; **যথা**—যথা; **উচিতাঃ**—উচিত।

অনুবাদ

দৈব ইচ্ছায় তিনি প্রতিদিন ঠিক তার জীবিকা-নির্বাহের প্রয়োজনটুকু মাত্র প্রাপ্ত হতেন, এর চেয়ে বেশী নয়। সেইটুকুতেই সন্তুষ্ট তিনি যথাযথভাবে তাঁর ধর্মীয় কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করতেন।

তাৎপর্য

একজন আদর্শ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ, এমন কি যদি তিনি পরিবার-জীবনের বন্ধন দ্বারা ভারাক্রান্তও হন, তবুও তার প্রয়োজনীয় জীবিকা নির্বাহের জন্য যতটুকু পরিশ্রম করা দরকার তার চেয়ে অতিরিক্ত পরিশ্রম করা উচিত নয়। অযথা জাগতিক উন্নতির জন্য ক্ষুব্ধ না হয়ে তাঁর উচিত তাঁর সময় ও সম্পদের শ্রেষ্ঠ অংশটিকে ভগবৎ সেবার উচ্চতর কর্তব্যে উৎসর্গ করা। যদি কোন গৃহস্থ এই অধঃপতিত যুগের অনুপেক্ষণীয় অসুবিধাগুলি সত্ত্বেও এই অনুষ্ঠানের অনুগমন করেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিগত মনোযোগ আশা করতে পারেন যা আমরা মিথিলার শুদ্ধ ব্রাহ্মণ শ্রুতদেবের ক্ষেত্রে দেখতে পাব।

শ্লোক ১৬

তথা তদ্রাষ্ট্রপালোঽঙ্গ বহুলাশ্ব ইতি শ্রুতঃ ।
মৈথিলো নিরহম্মান উভাবপ্যচ্যুতপ্রিয়ৌ ॥ ১৬ ॥

তথা—আরও (কৃষ্ণের এক উন্নত ভক্ত); **তৎ**—সেই; **রাষ্ট্র**—রাজ্যের; **পালঃ**—শাসক; **অঙ্গ**—হে প্রিয় (পরীক্ষিৎ); **বহুলাশ্বঃ ইতি শ্রুতঃ**—বহুলাশ্ব নামে খ্যাত; **মৈথিলঃ**—মিথিলার রাজা জনকের বংশধর; **নিরহম্-মানঃ**—অহঙ্কারশূন্য; **উভৌ**—তাঁদের উভয়ে; **অপি**—প্রকৃতপক্ষে; **অচ্যুত-প্রিয়ৌ**—ভগবান অচ্যুতের প্রিয়।

অনুবাদ

হে পরীক্ষিৎ, শ্রুতদেবের মতো একইভাবে অহঙ্কারশূন্য মিথিলা রাজবংশের বংশধর বহুলাশ্ব নামক সেই রাজ্যের এক শাসক ছিলেন। এই উভয় ভক্তই ছিলেন ভগবান অচ্যুতের অত্যন্ত প্রিয়।

শ্লোক ১৭

তয়োঃ প্রসন্নো ভগবান্ দারুকেণাহৃতং রথম্ ।
আরুহ্য সাকং মুনিভির্বিদেহান্ প্রযযৌ প্রভুঃ ॥ ১৭ ॥

তয়োঃ—তাঁদের উভয়ের প্রতি; **প্রসন্নঃ**—সন্তুষ্ট; **ভগবান্**—ভগবান; **দারুকেণ**—দারুক দ্বারা; **আহৃতম্**—আনীত; **রথম্**—তাঁর রথে; **আরুহ্য**—আরোহণ পূর্বক; **সাকম্**—সহ; **মুনিভিঃ**—মুনিগণ; **বিদেহান্**—বিদেহ রাজ্য অভিমুখে; **প্রযযৌ**—গমন করলেন; **প্রভুঃ**—ভগবান।

অনুবাদ

তাঁদের উভয়ের প্রতি প্রসন্ন পরমেশ্বর ভগবান দারুক দ্বারা আনীত তাঁর রথে আরোহণ করে মুনিগণ সহ বিদেহ রাজ্য অভিমুখে যাত্রা করলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, শ্রুতদেব ও বহুলাশ্ব উভয়েই শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে দ্বারকায় যেতে অসমর্থ ছিলেন কারণ উভয়েই নিয়মিত তাঁদের গৃহে ব্যক্তিগত বিগ্রহকে পূজা করার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের উভয়কে দর্শন দান করতে যাওয়ার জন্য অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন এবং দ্বারকা ত্যাগের সময় তিনি বললেন যে, মুনিরা যাঁরা তাঁর সঙ্গে যেতে চান, তাঁরা যেন তাঁর রথে আরোহণ করেন, কারণ অন্যথায় তাঁদেরকে পদব্রজে অনুসরণ করতে হবে। মহান ঋষিরা সাধারণত কখনও এরূপ এক ঐশ্বর্যময় যানে ভ্রমণের কথা বিবেচনাও করেন নি, কিন্তু ভগবানের নির্দেশে তাঁরা তাঁদের স্বাভাবিক অভ্যাস ত্যাগ করে তাঁর সঙ্গে রথে আরোহণ করলেন।

শ্লোক ১৮

নারদো বামদেবোঽত্রিঃ কৃষ্ণো রামোঽসিতোঽরুণিঃ ।
অহং বৃহস্পতিঃ কণ্বো মৈত্রেয়শ্চ্যবনাদয়ঃ ॥ ১৮ ॥

নারদঃ বামদেবঃ অত্রিঃ—নারদমুনি, বামদেব ও অত্রি; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস; **রামঃ**—শ্রীপরশুরাম; **অসিতঃ অরুণিঃ**—অসিত ও অরুণি; **অহম্**—আমি (শুকদেব); **বৃহস্পতিঃ কণ্বঃ**—বৃহস্পতি ও কণ্ব; **মৈত্রেয়ঃ**—মৈত্রেয়; **চ্যবন**—চ্যবন; **আদয়ঃ**—এবং অন্যান্য।

অনুবাদ

এই সকল মুনিদের মধ্যে ছিলেন নারদ, বামদেব, অত্রি, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, পরশুরাম, অসিত, অরুণি, আমি নিজে, বৃহস্পতি, কণ্ব, মৈত্রেয় ও চ্যবন।

শ্লোক ১৯

তত্র তত্র তমায়ান্তং পৌরা জানপদা নৃপ ।
উপতস্থুঃ সার্ঘ্যহস্তা গ্রহৈঃ সূর্যমিবোদিতম্ ॥ ১৯ ॥

তত্র তত্র—প্রতিটি স্থানে; **তম্**—তাঁকে; **আয়ান্তম্**—সমাগত; **পৌরাঃ**—নগরবাসীরা; **জনপদাঃ**—এবং গ্রামবাসীরা; **নৃপ**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **উপতস্থুঃ**—তাঁকে অভিনন্দিত করতে এগিয়ে এসেছিলেন; **স**—সহ; **অর্ঘ**—অর্ঘ্য; **হস্তাঃ**—তাদের হাতে; **গ্রহৈঃ**—গ্রহ দ্বারা; **সূর্যম্**—সূর্য; **ইব**—যেমন; **উদিতম্**—উদিত।

অনুবাদ

হে রাজন, প্রতিটি নগর ও শহরের পথ ভগবান যখন অতিক্রম করছিলেন, যেন গ্রহ দ্বারা বেষ্টিত উদিত সূর্যের পূজার মতো জনসাধারণ হাতে নিবেদনীয় জলপূর্ণ অর্ঘ্য সহ তাঁর পূজা করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর রথে ভ্রমণরত মুনিগণ যেন সূর্যের চতুর্দিকে গ্রহের মতো।

শ্লোক ২০

আনর্তধন্বকুরুজাঙ্গলকঙ্কমৎস্য-
পাঞ্চালকুন্তিমধুকেকয়কোশলার্ণাঃ ।
অন্যে চ তন্মুখসরোজমুদারহাস-
স্নিগ্ধেক্ষণং নৃপ পপুর্দৃশিভির্নৃনার্যঃ ॥ ২০ ॥

আনর্ত—আনর্তের জনগণ (যে স্থানে দ্বারকা অবস্থিত); **ধন্ব**—মরু অঞ্চল (গুজরাট ও রাজস্থানের); **কুরু-জাঙ্গল**—কুরু অরণ্যের ক্ষেত্র (থানেশ্বর ও কুরুক্ষেত্র জেলা); **কঙ্ক**—কঙ্ক; **মৎস্য**—মৎস্য (জয়পুর ও আলোয়ার রাজ্য); **পাঞ্চাল**—গঙ্গার উভয় তীর বেষ্টিত জেলাসমূহ; **কুন্তি**—মালব; **মধু**—মথুরা; **কেকয়**—শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী উত্তরপূর্ব পাঞ্জাবে অবস্থিত স্থান; **কোশল**—কাশী থেকে হিমালয়ের দিকে উত্তর সীমান্ত বরাবর শ্রীরামচন্দ্রের প্রাচীন রাজ্য; **অর্ণাঃ**—মিথিলার পূর্ব সীমান্তের রাজ্য; **অন্যে**—অন্যান্য; **চ**—ও; **তৎ**—তাঁর; **মুখ**—মুখ; **সরোজম্**—পদ্ম; **উদার**—উদার; **হাস**—হাস্য সমন্বিত; **স্নিগ্ধ**—এবং প্রীতিময়; **ঈক্ষণম্**—দৃষ্টিপাত; **নৃপ**—হে রাজন; **পপুঃ**—পান করেছিল; **দৃশিভিঃ**—তাদের নয়ন দ্বারা; **নৃণার্যঃ**—নারী ও পুরুষেরা।

অনুবাদ

আনর্ত, ধন্ব, কুরু-জাঙ্গল, কঙ্ক, মৎস্য, পাঞ্চাল, কুন্তী, মধু, কেকয়, কোশল, অর্ণ এবং আরও অন্যান্য অনেক রাজ্যের নারী ও পুরুষগণ তাদের নয়ন দ্বারা উদার হাস্য ও প্রীতিময় দৃষ্টিতে বিভূষিত ভগবান কৃষ্ণের পদ্মসদৃশ মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য সুধা পান করেছিলেন।

শ্লোক ২১

তেভ্যঃ স্ববীক্ষণবিনষ্টতমিস্রদৃগ্‌ভ্যঃ
ক্ষেমং ত্রিলোকগুরুরর্থদৃশং চ যচ্ছন্ ।
শৃণ্বন্ দিগন্তধবলং স্বযশোঽশুভঘ্নং
গীতং সুরৈর্নৃভিরগাচ্ছনকৈর্বিদেহান্ ॥ ২১ ॥

তেভ্যঃ—তাদেরকে; **স্ব**—তাঁর; **বীক্ষণ**—দৃষ্টিপাত দ্বারা; **বিনষ্ট**—বিনষ্ট; **তামিস্র**—অন্ধকার; **দৃগ্‌ভ্যঃ**—যার নয়নের; **ক্ষেমম্**—অভয়; **ত্রি**—তিন; **লোক**—জগতের; **গুরুঃ**—পারমার্থিক গুরুদেব; **অর্থ-দৃশম্**—পারমার্থিক দৃষ্টি; **চ**—এবং; **যচ্ছন্**—প্রদান পূর্বক; **শৃণ্বন**—শ্রবণ করতে করতে; **দিক্**—দিকসমূহের; **অন্ত**—অন্ত; **ধবলম্**—পবিত্রকারী; **স্ব**—তাঁর; **যশঃ**—মহিমাসমূহ; **অশুভ**—অশুভ; **ঘ্নম্**—বিনাশক; **গীতম্**—গীত; **সুরৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **নৃভিঃ**—মানব দ্বারা; **অগাৎ**—তিনি আগমন করলেন; **শনকৈঃ**—ধীরে ধীরে; **বিদেহান্**—বিদেহ রাজ্যে।

অনুবাদ

তাঁকে দর্শনে আগতদের প্রতি কেবলমাত্র দৃষ্টিপাত করেই ত্রিলোকগুরু ভগবান জড়বাদের অন্ধকার থেকে তাদের উদ্ধার করলেন। তাদের অভয় ও দিব্য দৃষ্টি প্রদান করলে পর তিনি দেবতা ও মনুষ্যগণ গীত জগৎ পবিত্রকারী ও সকল পাপ বিনাশক তাঁর মহিমা কীর্তন শুনতে পেলেন। এইভাবে ধীরে ধীরে তিনি বিদেহে পৌঁছলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী একটি যুক্তিপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, ভগবানের যাত্রাপথের দুধারের মানুষদের চোখ যে কেবল অজ্ঞতার দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল তাই নয়, উপরন্তু ভগবানের রথ বায়ুর চেয়েও দ্রুতবেগে ভ্রমণশীল ছিল, তাহলে কিভাবে সাধারণ মানুষেরা ভগবানকে দেখতে পেল? এর উত্তরটি সরবরাহ করে শ্রীল জীব গোস্বামী নির্দেশ করছেন যে, ভগবান কৃষ্ণের বিশেষ কৃপা-দৃষ্টি তাদের প্রত্যেককে তাঁর সঙ্গ মধ্যে প্রবেশের প্রয়োজনীয় শুদ্ধা-ভক্তিতে বলীয়ান করেছিল।

অন্যথায় তিনি তাদের দর্শন ক্ষমতার বাইরে থাকতেন, যা তিনি স্বয়ং উদ্ধবের প্রতি তাঁর নির্দেশে উল্লেখ করেছেন—*ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য* অর্থাৎ, "আমি কেবলমাত্র ভক্তির দ্বারা উপলব্ধ হতে পারি" (*ভাগবত* ১১/১৪/২১)। *এক শেষ* রূপে পরিচিত যৌগিক গঠনের ব্যাকরণগত নিয়ম দ্বারা, *স্বরীক্ষণ বিনষ্ট তমিস্র দৃগভ্রঃ* কথাটি যদিও তার মুখ্য অর্থে পুং-বিশেষ্য রূপে প্রতিভাত হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়কেই বোঝা যেতে পারে।

শ্লোক ২২

তেঽচ্যুতং প্রাপ্তমাকর্ণ্য পৌরা জানপদা নৃপ ।
অভীয়ুর্মুদিতাস্তস্মৈ গৃহীতার্হণপাণয়ঃ ॥ ২২ ॥

তে—তারা; **অচ্যুতম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **প্রাপ্তম্**—আগমন; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **পৌরাঃ**—নগরীর জনগণ; **জানপদাঃ**—গ্রামের; **নৃপ**—হে রাজন; **অভীয়ু**—আগমন করেছিলেন; **মুদিতাঃ**—আনন্দে; **তস্মৈ**—তাঁর কাছে; **গৃহীত**—ধারণ করে; **অর্হণ**—তাকে প্রদানের জন্য অর্ঘ; **পাণয়ঃ**—তাদের হাতে।

অনুবাদ

হে রাজন, ভগবান অচ্যুতের আগমন শ্রবণ করে বিদেহের নগর ও গ্রামবাসীরা তাদের হাতে অর্ঘ নিয়ে আনন্দের সঙ্গে তাঁকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত হল।

শ্লোক ২৩

দৃষ্ট্বা ত উত্তমঃশ্লোকং প্রীত্যুৎফুল্লাননাশয়াঃ ।
কৈর্ধৃতাঞ্জলিভির্নেমুঃ শ্রুতপূর্বাংস্তথা মুনীন্ ॥ ২৩ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **তে**—তারা; **উত্তমঃ-শ্লোকম্**—শ্রেষ্ঠ শ্লোকসমূহে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ; **প্রীতি**—প্রীতিময়; **উৎফুল্ল**—প্রফুল্ল; **আনন**—তাদের মুখ; **আশয়াঃ**—এবং হৃদয়; **কৈঃ**—তাদের মস্তকে; **ধৃত**—ধৃত; **অঞ্জলিভিঃ**—যুক্তকর দ্বারা; **নেমুঃ**—তারা প্রণাম নিবেদন করলেন; **শ্রুত**—শ্রুত; **পূর্বান্**—পূর্বে; **তথা**—ও; **মুনীন্**—মুনিদেরকে।

অনুবাদ

ভগবান উত্তমশ্লোককে দর্শনমাত্র তাঁদের মুখ ও হৃদয় প্রীতি প্রফুল্লিত হয়ে উঠল। মস্তকোপরে তাঁদের হাত দুটি যুক্ত করে তাঁরা ভগবানকে ও পূর্বে যাদের কথা শ্রবণ করেছিলেন মাত্র, ভগবানের সঙ্গে আগত সেইসব মুনিগণকে প্রণাম নিবেদন করলেন।

শ্লোক ২৪

স্বানুগ্রহায় সম্প্রাপ্তং মন্বানৌ তং জগদ্‌গুরুম্ ।
মৈথিলঃ শ্রুতদেবশ্চ পাদয়োঃ পেততুঃ প্রভোঃ ॥ ২৪ ॥

স্ব—নিজেদের প্রতি; **অনুগ্রহায়**—অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য; **সম্প্রাপ্তম্**—এখন; **মন্বানৌ**—উভয়ে চিন্তাপূর্বক; **তম্**—তাঁকে; **জগৎ**—জগতের; **গুরুম্**—পারমার্থিক গুরু; **মৈথিলঃ**—মিথিলার রাজা; **শ্রুতদেবঃ**—শ্রুতদেব; **চ**—এবং; **পাদয়োঃ**—পাদদ্বয়ে; **পেততুঃ**—পতিত হলেন; **প্রভোঃ**—ভগবানের।

অনুবাদ

জগদ্‌গুরু এখানে কেবলমাত্র তাঁকে কৃপা প্রদর্শনের জন্য আগমন করেছেন, উভয়েই এই কথা চিন্তা করে মিথিলার রাজা ও শ্রুতদেব ভগবানের চরণে পতিত হলেন।

শ্লোক ২৫

ন্যমন্ত্রয়েতাং দাশার্হমাতিথ্যেন সহ দ্বিজৈঃ ।
মৈথিলঃ শ্রুতদেবশ্চ যুগপৎ সংহতাঞ্জলী ॥ ২৫ ॥

ন্যমন্ত্রয়েতাম্—তাঁরা উভয়ে নিমন্ত্রণ করলেন; **দাশার্হম্**—দশার্হ বংশজ কৃষ্ণকে; **আতিথ্যেন**—তাদের অতিথি হওয়ার জন্য; **সহ**—সহ; **দ্বিজৈঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **মৈথিলঃ**—বহুলাশ্ব; **শ্রুতদেবঃ**—শ্রুতদেব; **চ**—এবং; **যুগপৎ**—সমান্তরালভাবে; **সংহত**—দৃঢ়ভাবে একসঙ্গে ধারণ করে; **অঞ্জলী**—করতল।

অনুবাদ

ঠিক একই সময়ে রাজা মৈথিল ও শ্রুতদেব প্রত্যেকে যুক্ত করে গমন করে ব্রাহ্মণ মুনিগণ সহ দশার্হদের অধিপতিকে নিজ অতিথি হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

শ্লোক ২৬

ভগবাংস্তদভিপ্রেত্য দ্বয়োঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ।
উভয়োরাবিশদ্ গেহমুভাভ্যাং তদলক্ষিতঃ ॥ ২৬ ॥

ভগবান্—ভগবান; **তৎ**—তা; **অভিপ্রেত্য**—গ্রহণ পূর্বক; **দ্বয়োঃ**—তাদের উভয়ের; **প্রিয়**—আনন্দ; **চিকীর্ষয়া**—প্রদানের ইচ্ছায়; **উভয়োঃ**—উভয়ের; **আবিশৎ**—তিনি প্রবেশ করলেন; **গেহম্**—গৃহে; **উভাভ্যাম্**—উভয়ের কাছে; **তৎ**—তা (অন্যগৃহে প্রবেশ); **অলক্ষিতঃ**—অলক্ষিত।

অনুবাদ

তাদের উভয়কেই সন্তুষ্ট করার ইচ্ছায়, ভগবান তাদের উভয়ের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। এইভাবে তিনি যুগপৎ একইসঙ্গে উভয়ের গৃহে গমন করলেন কিন্তু উভয়ের কেউই তাঁকে অপরের গৃহে প্রবেশ করতে দেখতে পারল না।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে কৃষ্ণ মুনিগণ সহ তার দুটি রূপ প্রকাশের মাধ্যমে একই সময়ে বহুলাশ্ব ও শ্রুতদেবের গৃহে গিয়েছিলেন। এইভাবে বহুলাশ্ব ভেবেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র আমার গৃহেই আগমন করেছেন আর শ্রুতদেব দুঃখিত চিত্তে গৃহে ফিরে গেছেন। তখন শ্রুতদেবও একইভাবে বিপরীত ঘটনাটি বিশ্বাস করেছিলেন।

কৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন, "তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) ও তাঁর সঙ্গীগণ উভয় গৃহেই উপস্থিত ছিলেন যদিও ব্রাহ্মণ এবং রাজা উভয়েই ভেবেছিলেন যে, তিনি কেবলমাত্র তাঁর গৃহেই উপস্থিত রয়েছেন। এটি পরমেশ্বর ভগবানের আরেকটি ঐশ্বর্যের প্রকাশ। শাস্ত্রে এই ঐশ্বর্যকে *বৈভব-প্রকাশ* রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। একইভাবে, শ্রীকৃষ্ণ যখন ষোল সহস্র পত্নীকে বিবাহ করেছিলেন তখনও তিনি নিজেকে ষোল সহস্র রূপে বিস্তার করেছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকে স্বয়ং তাঁর মতোই শক্তিশালী ছিলেন। তেমনি, বৃন্দাবনে, ব্রহ্মা যখন কৃষ্ণের গাভী, বাছুর এবং গোপবালকদের চুরি করেছিলেন, কৃষ্ণ নিজেকে বহু নতুন গাভী, বাছুর ও গোপবালকরূপে বিস্তার করেছিলেন।"

শ্লোক ২৭-২৯

শ্রান্তানপ্যথ তান্ দূরাজ্জনকঃ স্বগৃহাগতান্ ।
আনীতেষ্বাসনাগ্র্যেষু সুখাসীনান্মহামনাঃ ॥ ২৭ ॥
প্রবৃদ্ধভক্ত্যা উদ্ধর্ষহৃদয়াস্রাবিলেক্ষণঃ ।
নত্বা তদঙ্ঘ্রীন্ প্রক্ষাল্য তদপো লোকপাবনীঃ ॥ ২৮ ॥
সকুটুম্বো বহন্মূর্দ্ধ্না পূজয়াং চক্র ঈশ্বরান্ ।
গন্ধমাল্যাম্বরাকল্পধূপদীপার্ঘ্যগোবৃষৈঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রান্তান্—শ্রান্ত; **অপি**—বস্তুত; **অথ**—অতঃপর; **তান্**—তাঁদের; **দূরাৎ**—দূর থেকে; **জনকঃ**—জনক বংশোদ্ভূত রাজা বহুলাশ্ব; **স্ব**—তার; **গৃহ**—গৃহে; **আগতান্**—সমাগত; **আনীতেষু**—যা আনীত হয়েছিল; **আসন**—আসনে; **অগ্র্যেষু**—উত্তম; **সুখ**—সুখকর;

আসীনান্—উপবিষ্ট; **মহা-মনাঃ**—অত্যন্ত জ্ঞানী; **প্রবৃদ্ধ**—গভীর; **ভক্ত্যা**—ভক্তির সঙ্গে; **উৎ-ধর্ষ**—আনন্দিত; **হৃদয়**—হৃদয়ে; **অস্র**—অশ্রু যুক্ত; **আবিল**—সিক্ত; **ঈক্ষণঃ**—যার নয়ন; **নত্বা**—প্রণাম নিবেদন করলেন; **তৎ**—তাঁদের; **অঙ্ঘ্রীন্**—চরণদ্বয়; **প্রক্ষাল্য**—ধৌত পূর্বক; **তৎ**—সেখান থেকে; **অপঃ**—জল; **লোক**—সমগ্র জগৎ; **পাবনীঃ**—পবিত্র করতে সমর্থ; **স**—সহ; **কুটুম্বঃ**—তার পরিবার; **বহন**—বহন করে; **মূর্ধ্ন**—তাঁর মস্তকে; **পূজয়াম্ চক্রে**—তিনি পূজা করলেন; **ঈশ্বরান্**—ভগবানকে; **গন্ধ**—সুগন্ধী (চন্দন) সহ; **মাল্য**—ফুল মালা; **অম্বর**—বস্ত্র; **আকল্প**—অলঙ্কার; **ধূপ**—ধূপ; **দীপ**—দীপ; **অর্ঘ্য**—অর্ঘ্য জল; **গো**—গাভী; **বৃষৈঃ**—এবং বৃষ।

অনুবাদ

যখন জনক বংশোদ্ভূত রাজা বহুলাশ্ব দূর থেকে যাত্রাক্রান্ত মুনিগণ সহ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর গৃহে আগত দর্শন করলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাদের জন্য সম্মানজনক আসন আনয়নের ব্যবস্থা করলেন। তাঁরা সকলে সুখে উপবিষ্ট হওয়ার পর, বিজ্ঞ রাজা, আনন্দ উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে ও তাঁর অশ্রু সজল নয়নে তাঁদের প্রণাম নিবেদন করলেন এবং গভীর ভক্তির সঙ্গে তাদের চরণ ধৌত করলেন। সমগ্র জগৎ পবিত্রকারী সেই ধৌত জল গ্রহণ করে তিনি তার ও তার পরিবারের সদস্যগণের মস্তকে ছিটিয়ে দিলেন। তারপর সুগন্ধী চন্দন, ফুলমালা, সুন্দর বস্ত্র ও অলঙ্কার, ধূপ, দীপ, অর্ঘ্য, গাভী ও বৃষ নিবেদন করে তিনি সকল প্রভুদের পূজা করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ ভাষ্য প্রদান করছেন, "বিদেহরাজ বহুলাশ্ব ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও একজন যথার্থ ভদ্রলোক। পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এত সংখ্যক মহান মুনিগণকে তার গৃহে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত দেখে তিনি আশ্চর্য হয়েছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ ভালভাবেই জানতেন যে, বিশেষত বদ্ধ জীব যখন জড় বিষয়ে যুক্ত হয় তখন তারা একশ শতাংশ শুদ্ধ হতে পারে না, অন্য দিকে পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর শুদ্ধ ভক্তগণ জাগতিক দূষণের মধ্যেও সর্বদা চিন্ময়। সুতরাং তিনি যখন পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণ এবং সকল মহান মুনিগণকে তাঁর গৃহে প্রাপ্ত হলেন, তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন এবং তাঁর অহৈতুকী কৃপার জন্য ভগবান কৃষ্ণের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকেন।"

এই শ্লোকের *ঈশ্বর* শব্দটি কেবলমাত্র ভগবানকেই নির্দেশ করছে না, তাঁর সঙ্গী সকল উন্নত মুনিদেরকেও তা নির্দেশ করছে। আচার্য শ্রীধর স্বামী ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এ কথা প্রতিপন্ন করেছেন।

শ্লোক ৩০

বাচা মধুরয়া প্রীণন্নিদমাহান্নতর্পিতান্ ।
পাদাবঙ্কগতৌ বিষ্ণোঃ সংস্পৃশং শনকৈর্মুদা ॥ ৩০ ॥

বাচা—কণ্ঠে; **মধুরয়া**—শান্ত; **প্রীণন্**—তাঁদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা পূর্বক; **ইদম্**—এই; **আহ**—তিনি বললেন; **অন্ন**—অন্ন দ্বারা; **তর্পিতান্**—পরিতৃপ্ত; **পাদৌ**—পাদদ্বয়; **অঙ্ক**—তার ক্রোড়ে; **গতৌ**—ধারণ করে; **বিষ্ণোঃ**—শ্রীকৃষ্ণের; **সংস্পৃশন্**—মালিশ করতে করতে; **শনকৈঃ**—ধীরে ধীরে; **মুদা**—সুখে।

অনুবাদ

পূর্ণ পরিতৃপ্তি সহকারে তাঁরা ভোজন করার পর তাঁদের আরও সন্তুষ্টির জন্য ভগবান বিষ্ণুর পাদদ্বয় তার ক্রোড়ে ধারণ করে তাদের সুখে মালিশ করতে করতে রাজা মধুর কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ৩১

শ্রীবহুলাশ্ব উবাচ

ভবান্ হি সর্বভূতানামাত্মা সাক্ষী স্বদৃগ্ বিভো ।
অথ নস্ত্বৎপদাম্ভোজং স্মরতাং দর্শনং গতঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রীবহুলাশ্বঃ উবাচ—শ্রীবহুলাশ্ব বললেন; **ভবান্**—আপনি; **হি**—বস্তুত; **সর্বে**—সকল; **ভূতানাম্**—সৃষ্ট জীবের; **আত্মা**—পরমাত্মা; **সাক্ষী**—সাক্ষী; **স্ব-দৃক্**—স্বপ্রকাশ; **বিভো**—হে সর্বশক্তিমান; **অথ**—এইভাবে; **নঃ**—আমাদের প্রতি; **ত্বৎ**—আপনার; **পদ-অম্ভোজম্**—পাদপদ্ম; **স্মর-তাম্**—স্মরণরত; **দর্শনম্ গতঃ**—দৃশ্যমান হয়েছেন।

অনুবাদ

শ্রীবহুলাশ্ব বললেন—হে সর্বশক্তিমান ভগবান, আপনি সকল সৃষ্ট জীবের আত্মা, তাদের স্ব-প্রকাশ সাক্ষীস্বরূপ এবং এখন নিরন্তর আপনার পাদপদ্ম চিন্তনরত আমাদের আপনি দর্শন প্রদান করছেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বহুলাশ্বের অন্তরের ভাবনাকে এইভাবে বর্ণনা করছেন—তাঁর মতো একজন জড় স্থূলবুদ্ধিও শ্রীকৃষ্ণের কৃপার দ্বারা ভক্তি-চেতনায় জাগ্রত হতে পারেন এই ভেবে বহুলাশ্ব তাঁকে সকল জীবন ও চেতনার প্রেরণাদায়ক আত্মারূপে বন্দনা করছেন। যতটুকু ক্ষুদ্র ভক্তিপূর্ণ সেবা তিনি কখনও করেছেন, ভগবান তা মনে রেখেছেন এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে তিনি ভগবানকে সকল

পাপ ও পুণ্য কর্মের সাক্ষীরূপে স্তুতি করলেন। ভগবানকে দর্শনের জন্য বহুলাশ্বের দীর্ঘ দিনের গোপন ইচ্ছা সম্বন্ধে তিনি সর্বদা সচেতন ছিলেন, এই জ্ঞান দ্বারা তিনি ভগবানকে স্বপ্রকাশ, কখনও উদ্দীপ্ত হওয়ার বা কোন বাইরের উৎস দ্বারা অবগত হওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না বলে ভগবানের মহিমা কীর্তন করলেন।

শ্লোক ৩২

স্ববচস্তদৃতং কর্তুমস্মদ্দৃগ্‌গোচরো ভবান্ ।
যদাত্থৈকান্তভক্তান্মে নানন্তঃ শ্রীরজঃ প্রিয়ঃ ॥ ৩২ ॥

স্ব—আপনার নিজের; **বচঃ**—উক্তি; **তৎ**—তা; **ঋতম্**—সত্যি; **কর্তুম্**—করতে; **অস্মাৎ**—আমাদের; **দৃক্**—দৃষ্টির; **গোচরঃ**—গোচর; **ভবান্**—আপনি; **যৎ**—যা; **আত্থ**—বলেছিলেন; **এক-অন্ত**—একান্ত; **ভক্তাৎ**—ভক্তের চেয়ে; **মে**—আমার; **ন**—না; **অনন্ত**—ভগবান অনন্ত; **শ্রীঃ**—লক্ষ্মীদেবী; **অজঃ**—ব্রহ্মা; **প্রিয়ঃ**—অধিক প্রিয়।

অনুবাদ

আপনি বলেছিলেন, "আমার একান্ত ভক্তের চেয়ে ভগবান অনন্ত, লক্ষ্মীদেবী কিম্বা ব্রহ্মাও প্রিয়তর নয়।" আপনার নিজের বাক্যকে সত্যি প্রমাণ করতে আপনি এখন নিজেকে আমাদের দৃষ্টিতে প্রকাশ করেছেন।

শ্লোক ৩৩

কো নু ত্বচ্চরণাম্ভোজমেবংবিদ্বিসৃজেৎ পুমান্ ।
নিষ্কিঞ্চনানাং শান্তানাং মুনীনাং যস্ত্বমাত্মদঃ ॥ ৩৩ ॥

কঃ—কে; **নু**—মোটেও; **ত্বৎ**—আপনার; **চরণ-অম্ভোজম্**—পাদপদ্ম; **এবম্**—এমন; **বিৎ**—জ্ঞাত; **বিসৃজেৎ**—পরিত্যাগ করবে; **পুমান্**—পুরুষ; **নিষ্কিঞ্চনানাম্**—জাগতিক আসক্তি শূন্য; **শান্তানাম্**—শান্ত; **মুনীনাম্**—মুনিগণ; **যঃ**—যে; **ত্বম্**—আপনি; **দঃ**—প্রদান করে।

অনুবাদ

আপনি যখন নিজেকেও নিষ্কিঞ্চন শান্ত মুনিগণকে প্রদান করতে প্রস্তুত তখন এই সত্য জ্ঞাত কোন পুরুষ কখনও আপনার পাদপদ্ম পরিত্যাগ করবে?

শ্লোক ৩৪

যোঽবতীর্য যদোর্বংশে নৃণাং সংসরতামিহ ।
যশো বিতেনে তচ্ছান্ত্যৈ ত্রৈলোক্যবৃজিনাপহম্ ॥ ৩৪ ॥

যঃ—যে; অবতীর্য—অবতীর্ণ হয়ে; যদোঃ—যদুর; বংশে—বংশে; নৃনাম্—মানুষের জন্য; সংসরতাম্—যে সংসারচক্রে ধৃত; ইহ—এই জগতে; যশঃ—আপনার যশ; বিতেনে—বিনাশ করছে; তৎ—সেই (জড় অস্তিত্ব); শান্ত্যৈ—নিবৃত্তির জন্য; ত্রৈলোক্য—ত্রি-লোকের; বৃজিন—পাপ; অপহম্—দূরীভূতকারী।

অনুবাদ

জন্মমৃত্যুর আবর্তে আবদ্ধগণকে উদ্ধারের জন্য যদুবংশে অবতীর্ণ হয়ে আপনি আপনার যশ বিস্তার করেছেন, যা ত্রিভুবনের সমস্ত পাপ দূরীভূত করতে পারে।

শ্লোক ৩৫

নমস্তুভ্যং ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে ।
নারায়ণায় ঋষয়ে সুশান্তং তপ ঈয়ুষে ॥ ৩৫ ॥

নমঃ—নমস্কার করি; তুভ্যম্—আপনাকে; ভগবতে—ভগবান; কৃষ্ণায়—কৃষ্ণ; অকুণ্ঠ—অকুণ্ঠ; মেধসে—যার জ্ঞান; নারায়ণায় ঋষয়ে—ঋষি নর-নারায়ণকে; সুশান্তম্—যথার্থ শান্ত; তপঃ—তপস্যা; ঈয়ুষে—রত।

অনুবাদ

আপনি চির-অকুণ্ঠ জ্ঞান সম্পন্ন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, আপনাকে নমস্কার করি। সর্বদা পূর্ণশান্তিতে তপস্যারত ঋষি নর-নারায়ণকে নমস্কার করি।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ভাষ্য প্রদান করছেন যে, ভগবান কৃষ্ণকে কিছুদিনের জন্য তাঁর গৃহে অবস্থান করার জন্য উৎসাহ দিতে রাজা ওই প্রার্থনাসমূহ নিবেদন করেছেন। রাজা ভেবেছিলেন, "যেহেতু ভগবানের সংস্পর্শ যে কোন ব্যক্তিকেই ভ্রান্তি ও সন্দেহ থেকে মুক্ত করতে পারে, আমার গৃহে কৃষ্ণের উপস্থিতি আমার বুদ্ধিকে শক্তিশালী করবে যাতে আমি জাগতিক আকাঙ্ক্ষাসমূহের আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারি। নর-নারায়ণ ঋষি রূপে তাঁর বিস্তারে ভগবান সমগ্র ভারত-ভূমির কল্যাণের জন্য সর্বদা বদরিকাশ্রমে বাস করছেন, আর তাই অন্তত কিছু দিনের জন্য এখানে অবস্থানের দ্বারা তিনি মিথিলাভূমির সৌভাগ্যও হয়ত সৃষ্টি করবেন। যেহেতু শান্তি ও সরলতার প্রতি ভগবান কৃষ্ণের অনুরাগ রয়েছে তিনি অবশ্যই দ্বারকার অত্যধিক ঐশ্বর্যের তুলনায় আমার সাধারণ গৃহকে অধিক পছন্দ করবেন।"

শ্লোক ৩৬

দিনানি কতিচিদ্ ভূমন্ গৃহান্নো নিবস দ্বিজৈঃ ।
সমেতঃ পাদরজসা পুনীহীদং নিমেঃ কুলম্ ॥ ৩৬ ॥

দিনানি—দিবস; কতিচিৎ—কয়েক; ভূমণ—হে সর্বত্র বিরাজমান; গৃহান্—গৃহে; নঃ—আমাদের; নিবাস—দয়া করে বাস করুন; দ্বিজৈঃ—ব্রাহ্মণগণ; সমেতঃ—সমেত; পাদ—আপনার পাদপদ্মের; রজসা—ধূলি দ্বারা; পুনীহি—দয়া করে পবিত্র করুন; ইদম্—এই; নিমেঃ—রাজা নিমির; কুলম্—কুল।

অনুবাদ

হে ভূমণ, এই সকল ব্রাহ্মণগণ সহ দয়া করে আমাদের গৃহে কয়েকদিন অবস্থান করুন এবং আপনার পাদদ্বয়ের ধূলি দ্বারা এই নিমি কুলকে পবিত্র করুন।

শ্লোক ৩৭

ইত্যুপামন্ত্রিতো রাজ্ঞা ভগবান্ লোকভাবনঃ ।
উবাস কুর্বন্ কল্যাণং মিথিলানরযোষিতাম্ ॥ ৩৭ ॥

ইতি—এইভাবে; উপামন্ত্রিতঃ—নিমন্ত্রিত হয়ে; রাজ্ঞা—রাজা দ্বারা; ভগবান্—ভগবান; লোক—সমগ্র জগতের; ভাবনঃ—পালক; উবাস—বাস করলেন; কুর্বন্—সৃষ্টি পূর্বক; কল্যাণম্—কল্যাণ; মিথিলা—মিথিলা নগরীর; নরঃ—পুরুষ; যোষিতাম্—এবং স্ত্রীগণ।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী বলে চললেন—] এইভাবে রাজার দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে জগৎ পালক ভগবান মিথিলার নর-নারীদের সৌভাগ্য প্রদানার্থে কিছু সময় সেখানে অবস্থান করতে সম্মত হলেন।

শ্লোক ৩৮

শ্রুতদেবোঽচ্যুতং প্রাপ্তং স্বগৃহান্ জনকো যথা ।
নত্বা মুনীন্ সুসংহৃষ্টো ধুন্বন্ বাসো ননর্ত হ ॥ ৩৮ ॥

শ্রুতদেবঃ—শ্রুতদেব; অচ্যুতম্—শ্রীকৃষ্ণ; প্রাপ্তম্—প্রাপ্ত হয়ে; স্ব-গৃহান্—নিজ গৃহে; জনকঃ—বহুলাশ্ব; যথা—ন্যায়; নত্বা—প্রণাম নিবেদন করে; মুনীন্—মুনিদেরকে; সু—অত্যন্ত; সংহৃষ্টঃ—আনন্দের সঙ্গে; ধুন্বন্—সঞ্চালন পূর্বক; বাসঃ—তার বস্ত্র; ননর্ত হ—তিনি নৃত্য করেছিলেন।

অনুবাদ

রাজা বহুলাশ্বের মতো শ্রুতদেবও ভগবান অচ্যুতকে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে তাঁর গৃহে স্বাগত জানালেন। ভগবান ও মুনিদেরকে প্রণাম নিবেদনের পর শ্রুতদেব তাঁর উত্তরীয় সঞ্চালিত করে মহা আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন।

চর—চলমান; অচরম্—এবং স্থির; ইদম্—এই; বিশ্বম্—বিশ্ব; ভাবাঃ—উপাদানসমূহ; যে—যা; চ—এবং; অস্য—এর; হেতবঃ—উৎস; মৎ—আমার; রূপাণি—রূপ; ইতি—এরূপ এক ভাবনা; চেতসি—তার মনের মধ্যে; আধত্তে—পালিত হয়; বিপ্রঃ—একজন ব্রাহ্মণ; মৎ—আমার; ঈক্ষয়া—তার উপলব্ধি দ্বারা।

অনুবাদ

যেহেতু তিনি আমাকে হৃদয়ঙ্গম করেছেন, একজন ব্রাহ্মণ তাই এই জ্ঞানে দৃঢ়রূপে স্থিত যে এই চরাচর জগৎ এবং এর সৃষ্টির মুখ্য উপাদানসমূহ সমস্ত কিছুই আমার থেকে বিস্তারিত রূপের প্রকাশ।

শ্লোক ৫৭

তস্মাদ্ ব্রহ্মঋষীনেতান্ ব্রহ্মন্মচ্ছ্রদ্ধয়ার্চয় ।
এবং চেদর্চিতোঽস্ম্যদ্ধা নান্যথা ভূরিভূতিভিঃ ॥ ৫৭ ॥

তস্মাৎ—অতএব; ব্রহ্ম-ঋষীন্—ব্রাহ্মণ ঋষিগণ; এতান্—এই সকল; ব্রহ্মন্—হে ব্রাহ্মণ (শ্রুতদেব); মৎ—(তুমি যেমন) আমার জন্য; শ্রদ্ধয়া—শ্রদ্ধার সঙ্গে; অর্চয়—কেবল অর্চনা কর; এবম্—সেইভাবে; চেৎ—যদি (তুমি কর); অর্চিতঃ—অর্চনা; অস্মি—আমি হব; অদ্ধা—প্রত্যক্ষভাবে; ন—না; অন্যথা—অন্যথা; ভূরি—প্রভূত; ভূতিভিঃ—সম্পদ দ্বারা।

অনুবাদ

অতএব হে ব্রাহ্মণ, আমার প্রতি তোমার যে বিশ্বাস রয়েছে সেই একই বিশ্বাস সহকারে এই সকল ব্রাহ্মণ ঋষিদেরকে তোমার পূজা করা উচিত। তুমি যদি তা কর তাহলে সাক্ষাৎ আমার পূজা করা হবে, যা অন্য কোনভাবে, এমনকি প্রভূত সম্পদের অর্ঘ্য দ্বারাও সম্ভব নয়।

শ্লোক ৫৮

শ্রীশুক উবাচ

স ইত্থং প্রভুনাদিষ্টঃ সহকৃষ্ণান্ দ্বিজোত্তমান্ ।
আরাধ্যৈকাত্মভাবেন মৈথিলশ্চাপ সদ্‌গতিম্ ॥ ৫৮ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; সঃ—তিনি (শ্রুতদেব); ইত্থম্—এইভাবে; প্রভুনা—তার প্রভু দ্বারা; আদিষ্ট—আদেশ প্রাপ্ত হয়ে; সহ—সহ; কৃষ্ণান্—শ্রীকৃষ্ণ; দ্বিজ—ব্রাহ্মণগণ; উত্তমান্—পরম উন্নত; আরাধ্য—আরাধনার দ্বারা; এক-আত্ম—একান্তে; ভাবেন—ভক্তি সহ; মৈথিলঃ—মিথিলার রাজা; চ—ও; আপ—প্রাপ্ত হলেন; সৎ—চিন্ময়; গতিম্—গতি।

আরাধয়ামাস যথোপপন্নয়া
সপর্যয়া সত্ত্ববিবর্ধনান্ধসা ॥ ৪১ ॥

ফল—ফলসমূহের; **অর্হনৈঃ**—অর্ঘ্য দ্বারা; **উশীর**—এক ধরনের সুগন্ধী মূল; **শিব**—শুদ্ধ; **অমৃত**—অমৃততুল্য মিষ্ট; **অম্বুভিঃ**—এবং জল দ্বারা; **মৃদা**—মৃত্তিকা দ্বারা; **সুরভ্যা**—সুগন্ধী; **তুলসী**—তুলসীপাতা; **কুশ**—কুশ; **অম্বুজৈঃ**—এবং পদ্মফুল; **আরাধয়াম্ আস**—তিনি তাঁদের আরাধনা করলেন; **যথা**—যেমন; **উপপন্নয়া**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **সপর্যয়া**—আরাধনার সামগ্রী দ্বারা; **সত্ত্ব**—সত্ত্বগুণ; **বিবর্ধন**—বর্ধিতকারী; **অন্ধসা**—অন্ন দ্বারা।

অনুবাদ

অনায়াসলব্ধ পবিত্র দ্রব্যসামগ্রীর অর্ঘ্য দ্বারা তিনি তাঁদের পূজা করলেন, যেমন ফল, উশীর মূল, বিশুদ্ধ অমৃততুল্য জল, সুগন্ধী মৃত্তিকা, তুলসী পাতা, কুশ ও পদ্মফুল। তারপর তিনি তাঁদের সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিকারী অন্ন প্রদান করলেন।

শ্লোক ৪২

স তর্কয়ামাস কুতো মমান্বভূদ্
গৃহান্ধকূপে পতিতস্য সঙ্গমঃ ।
যঃ সর্বতীর্থাস্পদপাদরেণুভিঃ
কৃষ্ণেন চাস্যাত্মনিকেতভূসুরৈঃ ॥ ৪২ ॥

সঃ—তিনি; **তর্কয়াম্ আস**—হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা করলেন; **কুতঃ**—কি কারণে; **মম**—আমার জন্য; **অনু**—বস্তুত; **অভূৎ**—ঘটেছে; **গৃহ**—গৃহের; **অন্ধ**—অন্ধ; **কূপে**—কূপে; **পতিতস্য**—পতিত; **সঙ্গমঃ**—সঙ্গ; **যঃ**—যা; **সর্ব**—সকলের; **তীর্থ**—তীর্থস্থান; **আস্পদ**—যা আশ্রয়; **পাদ**—যাদের চরণের; **রেণুভিঃ**—ধূলি; **কৃষ্ণেন**—ভগবান কৃষ্ণ; **চ**—ও; **অস্য**—এই; **আত্ম**—স্বয়ং তাঁর; **নিকেত**—যারা বাসস্থান স্বরূপ; **ভূ-সুরৈঃ**—ব্রাহ্মণদের সঙ্গে।

অনুবাদ

তিনি বিস্মিত হলেন—কিভাবে পারিবারিক জীবনের অন্ধকূপে পতিত এই আমি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হতে সমর্থ হলাম? এবং কিভাবে ভগবানকে সর্বদা তাদের হৃদয়ে বহনকারী এই সকল মহান ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মিলিত হতেও আমি অনুমোদিত হলাম? প্রকৃতপক্ষে, তাঁদের চরণের ধূলি সকল তীর্থ স্থানের আশ্রয় স্বরূপ।

শ্লোক ৪৩

সুপবিষ্টান্ কৃতাতিথ্যান্ শ্রুতদেব উপস্থিতঃ ।
সভার্যস্বজনাপত্য উবাচাঙ্ঘ্র্যভিমর্শনঃ ॥ ৪৩ ॥

সু-উপবিষ্টান—সুখে উপবিষ্ট; কৃত—প্রদর্শন করে; আতিথ্যান—আতিথ্য; শ্রুতদেবঃ—শ্রুতদেব; উপস্থিতঃ—তাদের নিকটে বসে; সভার্য—তাঁর পত্নী সহ; স্ব-জন—আত্মীয় বর্গ; অপত্যঃ—এবং সন্তানগণ; উবাচ—তিনি বললেন; অঙ্ঘ্রি—(ভগবান কৃষ্ণের) পাদদ্বয়; অভিমর্শনঃ—মর্দন করতে করতে।

অনুবাদ

তাঁর অতিথিগণ প্রত্যেকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা গ্রহণ করে সুখে উপবিষ্ট হলে পর শ্রুতদেব তাঁর পত্নী, পুত্র ও অন্যান্য পোষ্যগণ সহ তাঁদের কাছে উপস্থিত হয়ে নিকটে উপবেশন করলেন। তারপর ভগবানের পাদদ্বয় মর্দন করতে করতে তিনি কৃষ্ণ ও ঋষিদের উদ্দেশ্যে বললেন।

শ্লোক ৪৪

শ্রুতদেব উবাচ

নাদ্য নো দর্শনং প্রাপ্তঃ পরং পরমপুরুষঃ ।
যর্হীদং শক্তিভিঃ সৃষ্ট্বা প্রবিষ্টো হ্যাত্মসত্তয়া ॥ ৪৪ ॥

শ্রুতদেবঃ উবাচ—শ্রুতদেব বললেন; ন—না; অদ্য—আজ; নঃ—আমাদের দ্বারা; দর্শনম্—দর্শন; প্রাপ্তঃ—প্রাপ্ত; পরম্—কেবল; পরম—পরম; পুরুষঃ—পুরুষ; যর্হি—যখন; ইদম্—এই (ব্রহ্মাণ্ড); শক্তিভিঃ—তাঁর শক্তিসমূহ দ্বারা; সৃষ্ট্বা—সৃষ্টি করে; প্রবিষ্টঃ—প্রবিষ্ট হয়েছেন; হি—বস্তুত; আত্ম—তাঁর নিজ; সত্তয়া—সত্তায়।

অনুবাদ

শ্রুতদেব বললেন—এমন নয় যে কেবলমাত্র আজ আমরা পরমেশ্বর ভগবানের দর্শন প্রাপ্ত হয়েছি, প্রকৃতপক্ষে তাঁর শক্তি দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ও তারপর তার মধ্যে তাঁর চিন্ময় রূপে প্রবিষ্ট হওয়ার সময় থেকেই আমরা তাঁর সঙ্গ করছি।

শ্লোক ৪৫

যথা শয়ানঃ পুরুষো মনসৈবাত্মমায়য়া ।
সৃষ্ট্বা লোকং পরং স্বাপ্নমনুবিশ্যাবভাসতে ॥ ৪৫ ॥

যথা—যেমন; **শয়ানঃ**—নিদ্রিত; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **মনসা**—মনে মনে; **এব**—কেবলমাত্র; **আত্ম**—নিজ; **মায়য়া**—তার কল্পনা দ্বারা; **সৃষ্ট্বা**—সৃষ্টি পূর্বক; **লোকম্**—এক জগৎ; **পরম্**—পৃথক; **স্বাপ্নম্**—স্বপ্ন; **অনুবিশ্য**—প্রবেশ করে; **অবভাসতে**—তিনি আবির্ভূত হন।

অনুবাদ

ভগবান যেন এক নিদ্রিত ব্যক্তির মতো, যিনি তাঁর কল্পনায় এক পৃথক জগৎ সৃষ্টি করেন এবং তারপর তাঁর নিজ স্বপ্নের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং নিজেকে তাঁর মধ্যে দর্শন করেন।

তাৎপর্য

তাঁর স্বপ্নের মায়ায়, একজন নিদ্রিত ব্যক্তি এক আপাত প্রতীয়মান জগৎ সৃষ্টি করেন যা তাঁর কল্পিত বস্তু ভীড় নগরী দ্বারা পূর্ণ। কিছুটা সেইভাবে, ভগবান জগৎ সৃষ্টি করেন। নিশ্চিতরূপে এই সৃষ্টি ভগবানের কাছে মায়া নয়, কিন্তু এটি সেই সকল আত্মাদের জন্য যারা তাঁর মায়া শক্তির অধীন। ভগবানের প্রতি সেবা রূপে, মায়া বদ্ধজীবকে বিভ্রান্ত করে তার অনিত্য অবাস্তব প্রকাশসমূহকে বাস্তবরূপে গ্রহণ করায়।

শ্লোক ৪৬

শৃণ্বতাং গদতাং শশ্বদর্চতাং ত্বাভিবন্দতাম্ ।
নৃণাং সংবদতামন্তর্হৃদি ভাস্যমলাত্মনাম্ ॥ ৪৬ ॥

শৃণ্বতাম্—যাঁরা শ্রবণ করেন; **গদতাম্**—কথা বলেন; **শশ্বৎ**—নিরন্তর; **অর্চতাম্**—অর্চনা করেন; **ত্বা**—আপনাকে; **অভিবন্দতাম্**—বন্দনা করেন; **নৃণাম্**—মানবগণের জন্য; **সংবদতাম্**—সংলাপরত; **অন্তঃ**—মধ্যে; **হৃদি**—হৃদয়; **ভাসি**—আপনি প্রকাশিত হন; **অমল**—নির্মল; **আত্মনাম্**—যাঁদের মন।

অনুবাদ

যে সকল বিশুদ্ধ চেতন ব্যক্তিগণ, যাঁরা নিরন্তর আপনার কথা শ্রবণ করে, আপনার বিষয়ে কীর্তন করে, আপনাকে অর্চনা করে, আপনার বন্দনা করে এবং একে অন্যের সঙ্গে আপনার বিষয়ে কথা বলে, আপনি তাঁদের অন্তরে নিজেকে প্রকাশ করেন।

শ্লোক ৪৭

হৃদিস্থোঽপ্যতিদূরস্থঃ কর্মবিক্ষিপ্তচেতসাম্ ।
আত্মশক্তিভিরগ্রাহ্যোঽপ্যন্ত্যুপেতগুণাত্মনাম্ ॥ ৪৭ ॥

হৃদি—হৃদয়ে; স্থঃ—স্থিত; অপি—যদিও; অতি—অত্যন্ত; দূর-স্থঃ—দূরে; কর্ম—জাগতিক কর্ম দ্বারা; বিক্ষিপ্ত—উপদ্রুত; চেতসাম্—যাদের মন; আত্ম—নিজের দ্বারা; শক্তিভিঃ—শক্তি; অগ্রাহ্যঃ—অগ্রাহ্য; অপি—তথাপি; অন্তি—কাছে; উপেত—উপলব্ধ; গুণ—আপনার গুণাবলী; আত্মনাম্—যাঁদের অন্তর দ্বারা।

অনুবাদ

আপনি যদিও হৃদয়ের অভ্যন্তরে বাস করেন কিন্তু যাদের মন তাদের জড় কর্মের আবদ্ধতা দ্বারা উপদ্রুত, তাদের কাছ থেকে দূরে বাস করেন। বস্তুত কেউই তার জাগতিক শক্তি দ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হতে পারে না, কারণ যাঁরা আপনার চিন্ময় গুণাবলী হৃদয়ঙ্গম করার শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, কেবলমাত্র তাঁদের কাছেই আপনি নিজেকে প্রকাশ করেন।

তাৎপর্য

পরম করুণাময় ভগবান প্রত্যেকের হৃদয়ে রয়েছেন। কিন্তু তাঁকে সেখানে দর্শন করা কেবলমাত্র বিশুদ্ধ হৃদয় সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। জড়বাদীরা দাবী করতে পারে যে, তাদের গবেষণামূলক অনুসন্ধানের ফল রূপে দৃশ্যমান হয়ে ভগবান তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ করুন, কিন্তু এমন ঔদ্ধত্যের প্রতি ভগবানের সাড়া দেবার কোন প্রয়োজন নেই। *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৫) যেমন ভগবান কৃষ্ণ বলছেন—

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥

"আমি মূঢ় ও বুদ্ধিহীন ব্যক্তিদের কাছে কখনো প্রকাশিত হই না। তাদের কাছে আমি আমার অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ার দ্বারা আবৃত থাকি; তাই আমি যে জন্মরহিত ও অচ্যুত তারা তা জানে না।"

শ্লোক ৪৮

নমোঽস্তু তেঽধ্যাত্মবিদাং পরাত্মনে
অনাত্মনে স্বাত্মবিভক্তমৃত্যবে ।
সকারণাকারণলিঙ্গমীয়ুষে
স্বমায়য়াসংবৃতরুদ্ধদৃষ্টয়ে ॥ ৪৮ ॥

নমঃ—নমস্কার করি; অস্তু—হোন; তে—আপনাকে; অধ্যাত্ম—পরম ব্রহ্ম; বিদাম্—যারা জ্ঞাত; পর-আত্মনে—পরমাত্মা; অনাত্মনে—বদ্ধ জীবাত্মাকে; স্ব-আত্ম—আপনার নিজের থেকে (সময় রূপে); বিভক্ত—যিনি প্রদান করেন; মৃত্যবে—মৃত্যু; স

কারণ—কারণযুক্ত; **অকারণ**—কারণবিহীন; **লিঙ্গম্**—রূপসমূহ যথাক্রমে জগতের প্রাকৃত রূপ এবং আপনার আদি অপ্রাকৃত রূপও); **ঈয়ুষে**—যিনি গ্রহণ করেন; **স্ব-মায়য়া**—আপনার আপন মায়া শক্তি দ্বারা; **অসংবৃত**—অনাবৃত; **রুদ্ধ**—এবং রুদ্ধ; **দৃষ্টয়ে**—দৃষ্টি।

অনুবাদ

আপনাকে আমার প্রণাম নিবেদন করি। পরম ব্রহ্মজ্ঞগণ দ্বারা আপনি পরমাত্মারূপে উপলব্ধ এবং কালরূপে আপনি বিস্মৃত আত্মাদের উপর মৃত্যু আরোপ করেন। যুগপৎ একইসঙ্গে আপনি আপনার ভক্তের চক্ষুর আবরণ উন্মোচন করে এবং অভক্তদের দৃষ্টিকে রুদ্ধ করে আপনার অহৈতুকী চিন্ময় রূপ ও এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্ট রূপ, উভয়রূপেই আপনি প্রকাশিত হন।

তাৎপর্য

ভগবান যখন তাঁর ভক্তের সম্মুখে তাঁর নিত্য চিন্ময় স্বরূপে আবির্ভূত হন, তাদের চক্ষু অনাবৃত হয়ে ওঠে এই অর্থে যে, মায়ার সকল চিহ্ন তখন দূরীভূত হয় এবং ভক্তরা পরম পুরুষোত্তম পরম ব্রহ্মের পরম দর্শন সুধা পান করেন। অপরপক্ষে, অভক্তদের জন্য ভগবান তাঁর বিশ্বরূপ জড়া প্রকৃতি রূপে 'আবির্ভূত' হন, এবং এইভাবে তিনি তাদের দৃষ্টিকে আবদ্ধ করেন যাতে তাঁর আপন চিন্ময় রূপ তাদের কাছে অদৃশ্য থেকে যায়।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *অনাত্মা* শব্দটির একটি রূপ *অনাত্মনে* শব্দটির একটি বিকল্প উপলব্ধির ভিত্তিতে এই শ্লোকের আরেকটি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষেরা পরমব্রহ্মকে বিভিন্নভাবে অবগত হন। ভগবানের ভক্তরা যারা শান্ত রসের পারস্পরিকভাবে স্থিত তাঁরা জাগতিক মায়ার সকল বিষয়কে অতিক্রম করে ভগবানের আপন চিন্ময় রূপে (আত্মা বা শ্রীবিগ্রহ) মনোনিবেশ করেন। নির্বিশেষ দার্শনিকগণ (জ্ঞানী) তাঁকে নিরাকার বলে মনে করেন। আর ঈর্ষাপরায়ণ দানবরা তাঁকে মৃত্যু রূপে দর্শন করে।

শ্লোক ৪৯

স ত্বং শাধি স্বভৃত্যান্নঃ কিং দেব করবাম হে।
এতদন্তো নৃণাং ক্লেশো যদ্ভবানক্ষিগোচরঃ ॥ ৪৯ ॥

সঃ—তিনি; **ত্বম্**—আপনি; **শাধি**—আদেশ করুন; **স্ব**—আপনার; **ভৃত্যান্**—ভৃত্যগণ; **নঃ**—আমাদের; **কিম্**—কি; **দেব**—হে দেব; **করবাম**—আমাদের করা উচিত; **হে**—অহ; **এতৎ**—তা হলে; **অন্তঃ**—এর সমাপ্তি রূপে; **নৃণাম্**—মনুষ্যদের; **ক্লেশঃ**—ক্লেশসমূহ; **যৎ**—যা; **ভবান্**—আপনি স্বয়ং; **অক্ষি**—নয়নে; **গো-চরঃ**—দৃশ্যমান হন।

অনুবাদ

হে দেব, আপনি পরম আত্মা এবং আমরা আপনার ভৃত্য। আমরা কিভাবে আপনার সেবা করব? হে প্রভু, কেবলমাত্র আপনাকে দর্শন করে মানব জীবনের সকল ক্লেশের সমাপ্তি হয়।

শ্লোক ৫০

শ্রীশুক উবাচ

তদুক্তমিত্যুপাকর্ণ্য ভগবান্ প্রণতার্তিহা ।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং প্রহসংস্তমুবাচ হ ॥ ৫০ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; তৎ—তার (শ্রুতদেব) দ্বারা; উক্তম্—উক্ত; ইতি—এইভাবে; উপাকর্ণ্য—শ্রবণ করে; ভগবান্—ভগবান; প্রণত—শরণাগতের; আর্তি—দুঃখের; হা—বিনাশক; গৃহীত্বা—গ্রহণ করে; পাণিনা—তাঁর হাত দিয়ে; পাণিম্—তার হাত; প্রহসন—উদার হাস্যপূর্বক; তম্—তাঁকে; উবাচ হ—বললেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—শ্রুতদেব কথিত এই সকল কথা শ্রবণ করার পর, শরণাগতজনের দুঃখ মোচনকারী পরমেশ্বর ভগবান শ্রুতদেবের হাতটি তাঁর নিজের হাতে গ্রহণ করে হাসতে হাসতে তাঁকে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

আচার্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করছেন যে, ভগবান কৃষ্ণ বন্ধুত্বের ইঙ্গিত স্বরূপ হাস্য ও শ্রুতদেবের হাত গ্রহণ করে তাঁকে বলতে চাইলেন, "হ্যাঁ, তুমি আমার বিষয়ে সত্যটি অবগত এবং আমিও তোমার সম্বন্ধে সমস্তকিছু অবগত। তাই এখন আমি তোমাকে বিশেষ কিছু বলব।"

শ্লোক ৫১

শ্রীভগবানুবাচ

ব্রহ্মংস্তেঽনুগ্রহার্থায় সম্প্রাপ্তান্ বিদ্ধ্যমূন্মুনীন্ ।
সঞ্চরন্তি ময়া লোকান্ পুনন্তঃ পাদরেণুভিঃ ॥ ৫১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; ব্রহ্মন্—হে ব্রাহ্মণ; তে—তোমাকে; অনুগ্রহ—আশীর্বাদ প্রদানের; অর্থায়—উদ্দেশ্যে; সম্প্রাপ্তান্—আগমন করেছেন;

বিদ্ধি—তোমার জানা উচিত; অমূন্—এইসকল; মুনীন্—মুনিরা; সঞ্চরন্তি—তাঁরা ভ্রমণ করছেন; ময়া—আমার সঙ্গে; লোকান্—সকল জগৎ; পুনন্তঃ—পবিত্র করে; পাদ—তাদের চরণের; রেণুভিঃ—ধূলি দ্বারা।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে ব্রাহ্মণ, তোমার জানা উচিত যে, এই সকল মহান মুনিরা কেবলমাত্র তোমাকে আশীর্বাদ প্রদানের জন্য এখানে আগমন করেছেন। তাঁদের চরণের ধূলি দ্বারা সমগ্র জগতকে পবিত্র করে তাঁরা আমার সঙ্গে সমগ্র জগতে ভ্রমণ করছেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বর্ণনা করছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ভেবেছিলেন যে, শ্রুতদেব তাঁকে অতিরিক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছেন; কিন্তু মুনিদেরকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছেন না আর তাই তিনি তাদের প্রতি ব্রাহ্মণের মনোযোগ আকর্ষণ করছেন।

শ্লোক ৫২

দেবাঃ ক্ষেত্রাণি তীর্থানি দর্শনস্পর্শনার্চনৈঃ ।
শনৈঃ পুনন্তি কালেন তদপ্যর্হত্তমেক্ষয়া ॥ ৫২ ॥

দেবাঃ—মন্দিরের বিগ্রহসমূহ; ক্ষেত্রাণি—তীর্থস্থান সমূহ; তীর্থানি—এবং পবিত্র নদীসমূহ; দর্শন—দর্শন করে; স্পর্শন্—স্পর্শ করে; অর্চনৈঃ—এবং আরাধনা করে; শনৈঃ—ধীরে ধীরে; পুনন্তি—পবিত্র; কালেন—সময় দ্বারা; তৎ অপি—একই; অর্হৎ তম্—তাদের, (ব্রাহ্মণগণ) যারা পরম পূজনীয়; ঈক্ষয়া—দৃষ্টি দ্বারা।

অনুবাদ

মন্দিরের বিগ্রহ, তীর্থস্থান ও পবিত্র নদীসমূহ আরাধনা করে, স্পর্শ করে ও দর্শন করে কেউ ধীরে ধীরে শুদ্ধ হতে পারেন। কিন্তু কেউ কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠ ঋষিদের দৃষ্টিপাত গ্রহণের দ্বারা তৎক্ষণাৎ একই ফল প্রাপ্ত হতে পারেন।

তাৎপর্য

নির্জনে অবস্থান ও নিজের পূর্ণতার প্রতি মনোযোগী হওয়ার চেয়ে সর্বোচ্চ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণ ভগবৎভক্তির আশীর্বাদ ভাগ করে নিতে তাঁদের জীবনকে উৎসর্গ করেন। রাজা প্রাচীনবর্হির পুত্রের কথায়—

তেষাং বিচরতাং পদ্ভ্যাং তীর্থানাং পাবনেচ্ছয়া ।
ভীতস্য কিং ন রোচেত তাবকানাং সমাগমঃ ॥

"হে ভগবান, আপনার পার্ষদেরা, এবং আপনার ভক্তেরা পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করে তীর্থস্থানগুলিকে পর্যন্ত পবিত্র করেন। অতএব সংসার ভয়ে ভীত কোন ব্যক্তি তাঁদের সমাগমে অভিরুচি প্রকাশ করবে না?" (*ভাগবত* ৪/৩০/৩৭)। এবং প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন -

প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তি কামা
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থ নিষ্ঠাঃ ।
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো
নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোহনুপশ্যে ॥

"হে ভগবান নৃসিংহদেব, মুনিরা কেবল তাঁদের নিজেদের মুক্তির জন্য আগ্রহী। তাঁরা বড় বড় নগর এবং শহর পরিত্যাগপূর্বক মৌন ব্রত অবলম্বন করে ধ্যান করার জন্য হিমালয়ে অথবা অরণ্যে গমন করেন। তাঁরা অন্যদের উদ্ধারের জন্য আগ্রহী নন। কিন্তু আমি, এই সমস্ত মূর্খদের ফেলে রেখে নিজের মুক্তি কামনা করি না। আমি জানি যে কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত এবং আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ ব্যতীত কেউই কখনও সুখী হতে পারে না। তাই আমি তাদের আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে নিয়ে আসতে চাই।" (*ভাগবত* ৭/৯/৪৪)

শ্লোক ৫৩

ব্রাহ্মণো জন্মনা শ্রেয়ান্ সর্বেষাং প্রাণিনামিহ ।
তপসা বিদ্যয়া তুষ্ট্যা কিমু মৎকলয়া যুতঃ ॥ ৫৩ ॥

ব্রাহ্মণঃ—একজন ব্রাহ্মণ; **জন্মনা**—তার জন্ম দ্বারা; **শ্রেয়ান্**—শ্রেষ্ঠ; **সর্বেষাম্**—সকল; **প্রাণিনাম্**—জীবের; **ইহ**—এই জগতে; **তপসা**—তাঁর তপস্যা দ্বারা; **বিদ্যয়া**—তার বিদ্যা দ্বারা; **তুষ্ট্যা**—তাঁর সন্তুষ্টি দ্বারা; **কিম উ**—তারপর, আর অধিক কি; **মৎ**—আমাতে; **কলয়া**—প্রীতিপূর্ণ মগ্নতা দ্বারা; **যুতঃ**—যুক্ত হয়।

অনুবাদ

জন্মগতভাবে একজন ব্রাহ্মণ এই জগতের সমস্ত জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি যখন তপস্যা, বিদ্যা ও আত্মসন্তুষ্টি যুক্ত হন, তিনি আরও উন্নত হয়ে ওঠেন, আমার প্রতি ভক্তির আর কি কথা।

শ্লোক ৫৪

ন ব্রাহ্মণান্মে দয়িতং রূপমেতচ্চতুর্ভুজম্ ।
সর্বদেবময়ো বিপ্রঃ সর্বদেবময়ো হ্যহম্ ॥ ৫৪ ॥

ন—না; **ব্রাহ্মণাৎ**—একজন ব্রাহ্মণের চেয়ে; **মে**—আমার কাছে; **দয়িতম্**—অধিক প্রিয়; **রূপম্**—রূপ; **এতৎ**—এই; **চতুঃ-ভুজম্**—চতুর্ভুজ; **সর্ব**—সকল; **বেদ**—বেদ; **ময়ঃ**—ধারণ করে; **বিপ্রঃ**—একজন বিদ্বান ব্রাহ্মণ; **সর্ব**—সকল; **দেব**—দেবতাদের; **ময়ঃ**—ধারণ করি; **হি**—বস্তুত; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

এমনকি আমার আপন চতুর্ভুজ রূপও একজন ব্রাহ্মণের চেয়ে আমার কাছে অধিক প্রিয় নয়। একজন বিদ্বান ব্রাহ্মণ সকল বেদকে তাঁর মধ্যে ধারণ করেন, ঠিক যেমন সকল দেবতাদের আমি আমার মধ্যে ধারণ করি।

তাৎপর্য

বৈদিক ন্যায় শাস্ত্রের বিজ্ঞান থেকে এটা বোঝা যায় যে, জ্ঞানের বিষয় (প্রমেয়) জানার অকাট্য উপায়ের উপর (প্রমাণ) নির্ভরশীল। পরমেশ্বর ভগবানকে কেবলমাত্র বেদের মাধ্যমে জানা যায় আর তাই এই জগতে তাঁকে প্রকাশ করার মূর্তিমান বেদ-স্বরূপ ব্রাহ্মণ মুনিদের উপর তিনি আস্থা জ্ঞাপন করছেন। যদিও শ্রীকৃষ্ণ সকল দেবতা ও নারায়ণের প্রকাশগণের, *বিষ্ণুতত্ত্ব*, দেহী স্বরূপ, তবু তিনি নিজেকে ব্রাহ্মণদের কাছে বাধিত মনে করছেন।

শ্লোক ৫৫

দুষ্প্রজ্ঞা অবিদিত্বৈবমবজানন্ত্যসূয়বঃ ।
গুরুং মাং বিপ্রমাত্মানমর্চাদাবিজ্যদৃষ্টয়ঃ ॥ ৫৫ ॥

দুষ্প্রজ্ঞাঃ—বিকৃত বুদ্ধি সম্পন্ন; **অবিদিত্বা**—হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হয়ে; **এবম্**—এইভাবে; **অবজানন্তি**—অগ্রাহ্য করে; **অসূয়বঃ**—ঈর্ষাপরায়ণ আচরণ করে; **গুরুম্**—তাদের গুরুদেবের প্রতি; **মাম্**—আমাকে; **বিপ্রম্**—বিদ্বান ব্রাহ্মণগণ; **আত্মানম্**—তাদের নিজ সত্তা; **অর্চা-আদৌ**—দৃশ্যমান রূপে প্রকাশিত ভগবানের বিগ্রহে; **ইজ্য**—পূজ্য রূপে; **দৃষ্টয়ঃ**—যাদের দৃষ্টি।

অনুবাদ

এই সত্যে অজ্ঞ, মূর্খ মানুষেরা আমা থেকে অভিন্ন, তাদের গুরুদেব ও নিজ আত্মা স্বরূপ বিদ্বান ব্রাহ্মণকে অগ্রাহ্য করে ও ঈর্ষাপরায়ণভাবে অসন্তুষ্ট করে। তারা কেবল আমার বিগ্রহরূপকে একমাত্র দিব্য প্রকাশরূপে পূজ্য বিবেচনা করে।

শ্লোক ৫৬

চরাচরমিদং বিশ্বং ভাবা যে চাস্য হেতবঃ ।
মদ্রূপানীতি চেতস্যাধত্তে বিপ্রো মদীক্ষয়া ॥ ৫৬ ॥

চর—চলমান; অচরম্—এবং স্থির; ইদম্—এই; বিশ্বম্—বিশ্ব; ভাবাঃ—উপাদানসমূহ; যে—যা; চ—এবং; অস্য—এর; হেতবঃ—উৎস; মৎ—আমার; রূপাণি—রূপ; ইতি—এরূপ এক ভাবনা; চেতসি—তার মনের মধ্যে; আধত্তে—পালিত হয়; বিপ্রঃ—একজন ব্রাহ্মণ; মৎ—আমার; ঈক্ষয়া—তার উপলব্ধি দ্বারা।

অনুবাদ

যেহেতু তিনি আমাকে হৃদয়ঙ্গম করেছেন, একজন ব্রাহ্মণ তাই এই জ্ঞানে দৃঢ়রূপে স্থিত যে এই চরাচর জগৎ এবং এর সৃষ্টির মুখ্য উপাদানসমূহ সমস্ত কিছুই আমার থেকে বিস্তারিত রূপের প্রকাশ।

শ্লোক ৫৭

তস্মাদ্ ব্রহ্মঋষীনেতান্ ব্রহ্মন্মচ্ছ্রদ্ধয়ার্চয় ।
এবং চেদর্চিতোঽস্ম্যদ্ধা নান্যথা ভূরিভূতিভিঃ ॥ ৫৭ ॥

তস্মাৎ—অতএব; ব্রহ্ম-ঋষীন্—ব্রাহ্মণ ঋষিগণ; এতান্—এই সকল; ব্রহ্মন্—হে ব্রাহ্মণ (শ্রুতদেব); মৎ—(তুমি যেমন) আমার জন্য; শ্রদ্ধয়া—শ্রদ্ধার সঙ্গে; অর্চয়—কেবল অর্চনা কর; এবম্—সেইভাবে; চেৎ—যদি (তুমি কর); অর্চিতঃ—অর্চনা; অস্মি—আমি হব; অদ্ধা—প্রত্যক্ষভাবে; ন—না; অন্যথা—অন্যথা; ভূরি—প্রভূত; ভূতিভিঃ—সম্পদ দ্বারা।

অনুবাদ

অতএব হে ব্রাহ্মণ, আমার প্রতি তোমার যে বিশ্বাস রয়েছে সেই একই বিশ্বাস সহকারে এই সকল ব্রাহ্মণ ঋষিদেরকে তোমার পূজা করা উচিত। তুমি যদি তা কর তাহলে সাক্ষাৎ আমার পূজা করা হবে, যা অন্য কোনভাবে, এমনকি প্রভূত সম্পদের অর্ঘ্য দ্বারাও সম্ভব নয়।

শ্লোক ৫৮

শ্রীশুক উবাচ

স ইত্থং প্রভুনাদিষ্টঃ সহকৃষ্ণান্ দ্বিজোত্তমান্ ।
আরাধ্যৈকাত্মভাবেন মৈথিলশ্চাপ সদ্‌গতিম্ ॥ ৫৮ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; সঃ—তিনি (শ্রুতদেব); ইত্থম্—এইভাবে; প্রভুনা—তার প্রভু দ্বারা; আদিষ্ট—আদেশ প্রাপ্ত হয়ে; সহ—সহ; কৃষ্ণান্—শ্রীকৃষ্ণ; দ্বিজ—ব্রাহ্মণগণ; উত্তমান্—পরম উন্নত; আরাধ্য—আরাধনার দ্বারা; এক-আত্ম—একান্তে; ভাবেন—ভক্তি সহ; মৈথিলঃ—মিথিলার রাজা; চ—ও; আপ—প্রাপ্ত হলেন; সৎ—চিন্ময়; গতিম্—গতি।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—তাঁর প্রভুর কাছ থেকে এই নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে একান্ত ভক্তির সঙ্গে শ্রুতদেব শ্রীকৃষ্ণকে ও তাঁর সঙ্গী পরমোন্নত ব্রাহ্মণদেরকে পূজা করলেন এবং রাজা বহুলাশ্বও তা করেছিলেন। এইভাবে শ্রুতদেব ও রাজা উভয়েই সদ্‌গতি লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৫৯

এবং স্বভক্তয়ো রাজন্ ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্ ।
উষিত্বাদিশ্য সন্মার্গং পুনর্দ্বারবতীমগাৎ ॥ ৫৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **স্ব**—তাঁর; **ভক্তয়োঃ**—ভক্তদের সঙ্গে; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **ভগবান্**—ভগবান; **ভক্ত**—তাঁর ভক্তকে; **ভক্তি-মান্**—ভক্তিমান; **উষিত্বা**—অবস্থান করে; **আদিশ্য**—শিক্ষা প্রদান পূর্বক; **সৎ**—সৎ; **মার্গম্**—পথ; **পুনঃ**—পুনরায়; **দ্বারবতীম্**—দ্বারকায়; **অগাৎ**—তিনি গমন করলেন।

অনুবাদ

হে রাজন, এইভাবে ভক্ত-ভক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান তাঁর দুই মহান ভক্ত শ্রুতদেব ও বহুলাশ্বের সঙ্গে কিছু সময় অবস্থান করে তাদের শুদ্ধ-সাধুদের আচরণ শিক্ষা প্রদান করলেন। তারপর ভগবান দ্বারকায় ফিরে গেলেন।

তাৎপর্য

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে এই লীলার বর্ণনায় কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ উপসংহার প্রদান করছেন, "এই ঘটনা থেকে আমরা এই উপদেশ গ্রহণ করি যে, রাজা বহুলাশ্ব ও ব্রাহ্মণ শ্রুতদেব ভগবান দ্বারা একই স্তরে গৃহীত হয়েছিলেন কারণ উভয়েই ছিলেন শুদ্ধ ভক্ত। পরমেশ্বর ভগবান দ্বারা স্বীকৃত হওয়ার এটিই প্রকৃত যোগ্যতা। যেহেতু এই যুগে ব্রাহ্মণ কিম্বা ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্ম হওয়ার জন্য গর্বিত হওয়াটি একটি রীতি হয়ে উঠেছে তাই আমরা দেখতে পাই যে, কোন গুণ নেই এমন ব্যক্তিরাও ব্রাহ্মণ কিম্বা ক্ষত্রিয় কিম্বা বৈশ্য হবার দাবী জানাচ্ছে। কিন্তু শাস্ত্রে বলা হয়েছে *কলৌ শূদ্র সম্ভবা*—"এই কলিযুগে প্রত্যেকেই শূদ্র রূপে জন্ম গ্রহণ করে"। এর কারণ হচ্ছে সংস্কার নামক শুদ্ধিকরণ পন্থার সম্পাদন এখন হয় না, যা মায়ের গর্ভধারণের সময় থেকে শুরু হয়ে ব্যক্তির মৃত্যু অবধি চলতে থাকে। বিশেষত উচ্চ জাতি—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—কোন বিশেষ জাতির সদস্য রূপে কাউকেই কেবল জন্মগত অধিকার দ্বারা শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে না। কেউ যদি গর্ভাধান সংস্কার দ্বারা শুদ্ধ না হয়,

সে তৎক্ষণাৎ শূদ্ররূপে গণ্য হবে কারণ কেবলমাত্র শূদ্ররাই এই শুদ্ধিকরণ পন্থা পালন করে না। কৃষ্ণভাবনামৃতের শুদ্ধিকরণ পন্থা ব্যতীত যৌন জীবন কেবল শূদ্র বা পশুদের গর্ভাধান পন্থা। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত সর্বোত্তম শুদ্ধতা, যার দ্বারা প্রত্যেকেই ব্রাহ্মণের সমস্ত গুণাবলী যুক্ত ব্রাহ্মণের স্তরে আগমন করতে পারে। বৈষ্ণবগণ চার ধরনের পাপকর্ম থেকে মুক্ত হবার জন্য প্রশিক্ষিত হন। এগুলি হল অবৈধ যৌনসঙ্গ, নেশা করা, জুয়াখেলা এবং মাংসাহার। এই সকল প্রাথমিক গুণাবলী ব্যতীত কেউই ব্রাহ্মণের স্তরে উন্নীত হতে পারে না এবং উপযুক্ত ব্রাহ্মণ হওয়া ব্যতীত কেউই একজন শুদ্ধ ভক্ত হতে পারে না।"

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'অর্জুনের সুভদ্রা হরণ ও তাঁর ভক্তবৃন্দকে শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদ প্রদান' নামক ষড়শীতিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।